॥ শ্রীহরিঃ ॥ 1936▲

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

(ফরাসি ভক্ত লরেন্সের সম্ভাষণ ও পত্র)

ईश्वरेर प्रति विश्वास (बँगला)

गीताप्रेस गोरखपुर
GITA PRESS, GORAKHPUR

অনুবাদক—বাসুদেব দাস

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

॥ শ্রীহরিঃ॥

1936

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

(ফরাসি ভক্ত লরেন্সের সম্ভাষণ ও পত্র)

ईश्वरेर प्रति विश्वास (बँगला)

অনুবাদক—বাসুদেব দাস

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

॥ শ্রীহরিঃ ॥

অনুবাদকের কথা

অনুবাদ ভাষার ইতিহাসে একটি মূল্যবান মাধ্যম। পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষেই সবগুলো ভাষা জানা বা তার চর্চা করা সম্ভব নয়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বসাহিত্য ও জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের নিজেদের পরিচিত করে তোলার জন্য অনুবাদের দ্বারস্থ হতে হয়। অন্য ভাষা থেকে সার্থক অনুবাদ তাই একটি ভাষাকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করে তোলে। আজ ভাবতে অবাক লাগে যে আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা রামায়ণ ও মহাভারত নামক মহাকাব্য দুটি যদি আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত না হত তাহলে আমরা কী অসাধারণ সম্পদ থেকেই না বঞ্চিত হতাম !

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ **'ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস'** হিন্দি থেকে অনূদিত। মূল বইটি ফরাসি ভাষায় লেখা। আমেরিকার **Young Man Christians Association** দ্বারা প্রকাশিত **The Practice of Precent of God** বইটির হিন্দি অনুবাদ 'ভগবান পর বিশ্বাস'-এর বঙ্গানুবাদ এই বইটি।

১৬১০ সনে ফরাসি দেশের লরেন প্রদেশে এক অশিক্ষিত এবং গরিব পরিবারে লরেন্সের জন্ম হয়। প্রকৃত নাম নিকোলাস হরমোন। ঈশ্বরের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস থেকে তাঁর জীবনে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং পরে তিনি জনসমাজে সন্ত লরেন্স নামে পরিচিতি লাভ করেন।

প্রথম জীবনে তিনি একজন সাধারণ সিপাহি ছিলেন। পরবর্তীকালে ফোর্বেট মহাশয়ের দারোয়ানের কাজে নিযুক্ত হন। শেষের দিকে পনেরো

বছর পর্যন্ত পাচক হিসেবে রান্নাঘরে কাজ করেন। আঠারো বছর বয়সেই তাঁর ঈশ্বরের কৃপার অনুভূতি হতে থাকে। তখন থেকেই তাঁর জীবন ভগবন্ময় হয়ে উঠে।

আলোচ্য গ্রন্থে লরেন্সের চারটি বক্তৃতা এবং পনেরোটি চিঠির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস সন্ত লরেন্স সম্পর্কিত এই বইটি বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সমাদৃত হবে। ঈশ্বরের কৃপার অনুভূতিতে ধন্য সন্ত লরেন্সের মহান জীবনচর্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর এবং বরণীয় করে তুলবে।

—বাসুদেব দাস

———○———
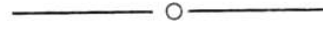
ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

(ফরাসি ভক্ত লরেন্সের সম্ভাষণ এবং পত্র)

সম্ভাষণ (১)

১৬৬৬ সালের ৩ আগস্ট লরেন্সের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন—'আঠারো বছর বয়সেই আমার উপর ঈশ্বরের এক আশ্চর্য কৃপা বর্ষিত হয়, যার ফলে আমার জীবনধারাটাই আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি ঈশ্বরে অত্যন্ত বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম।

শীতকালে আমি একটি বৃক্ষকে পত্রহীন দেখেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয়েছিল যে এই পত্রহীন, জীর্ণশীর্ণ বৃক্ষটি খুব শীঘ্রই সবুজ পাতায় ভরপুর হয়ে উঠবে। এ ছাড়া ফুল এবং ফলের আবির্ভাবে এর শোভা এবং সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এই চিন্তাধারার মধ্যেই আমি ঈশ্বরের এক অদ্ভুত কৃপা এবং ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়েছিলাম। গোটা ব্যাপারটা চিরকালের জন্য আমার মনে চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে আমার সমস্ত সাংসারিক বন্ধন একেবারেই ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছিল এবং আমার মনে ভগবৎপ্রেমের জ্যোতি জ্বলে উঠেছিল। এর প্রকাশ এতই তীব্র ছিল যে চল্লিশ বছরের বেশি সময় পার হয়ে যাবার পরেও আমি এটা বলতে পারি না যে, ওই প্রকাশে আরও বৃদ্ধি ঘটেছে!

আমি ফোর্বেট নামে জনৈক কোষাধ্যক্ষের অধীনে কাজ করতাম। কাজকর্মে আমার কোনোরকম দক্ষতা ছিল না। প্রায় প্রতিদিনই আমার হাতে কিছু না কিছু নষ্ট হত। আমার ইচ্ছা হল যে, আমি কোনো মঠে চলে যাই। কারণ তাহলে সেখানে আমার অপরাধ এবং ভুলের জন্য আমাকে দণ্ড পেতে হবে। আর এভাবেই আমি আমার জীবনকে জাগতিক সুখ-সুবিধাসহ ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করতে পারব। কিন্তু ঈশ্বর আমার সে বাসনা পূরণ করলেন না। কারণ মঠে আমি যে দণ্ডলাভ করেছি তাতে আমার মানসিক ভারসাম্য খুব

একটা প্রভাবিত হয়নি।’

ঈশ্বরের সঙ্গে নিয়মিত বার্তালাপের অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে ভালোভাবে সর্বদাই তাঁর সান্নিধ্যে অনুভব করা উচিত। ঈশ্বরের সঙ্গে (মানসিক) বার্তালাপ ছেড়ে মূর্খের মতো তুচ্ছ জিনিসে মনোনিবেশ করা লজ্জার কথা। আমাদের মনকে ঈশ্বর-বিষয়ক চিন্তাধারা দ্বারা পরিপুষ্ট করতে হবে এবং এর দ্বারা আমরা ভগবৎ ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে পরমানন্দের আস্বাদও লাভ করব।

আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে সজীব করে তোলা প্রয়োজন। ঈশ্বরে আমাদের বিশ্বাস কত কম ! এটাই তো চিন্তার বিষয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে নিজেদের আচার-আচরণের আধারস্বরূপ না বানিয়ে মানুষ চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রতিদিন তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর বিষয়ে মনোনিবেশ করে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সাধনাই হল তাঁর সত্যিকারের আরাধনা এবং তা আমাদের ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় ।

লৌকিক এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমাদের কিছুই অবশিষ্ট না রেখে সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করে দেওয়া উচিত এবং তাঁর প্রতিটি বিধানের মধ্যেই সন্তোষ লাভ করা উচিত। তা সেই বিধান আমাদের জীবনে সুখই নিয়ে আসুক, কী দুঃখ ! আত্মসমর্পণ করার পর ঈশ্বরের প্রতিটি বিধানই আমাদের কাছে সমান বলে বিবেচিত হবে। প্রার্থনা করা কালে যখন সেটি আমাদের কাছে নীরস, ভাবশূন্য অথবা শিথিল বলে মনে হবে তখনই আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজন, কারণ তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এই সময়েই আত্মসমর্পণের মতো সুন্দর এবং সফল কার্য হওয়া সম্ভব। এই ধরনের একবার মাত্র আত্মসমর্পণই উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

যে সমস্ত দুঃখ এবং পাপের কথা সংসারে প্রতিদিন শুনতে পেতাম তাতে আমি খুব একটা বিস্মিত হতাম না। বরং আমি অবাক হয়ে অনুভব করতাম দ্বেষের বশবর্তী হয়ে মানুষ যত পাপ করতে পারে, তার চেয়ে সংসারে পাপ এবং দুঃখের ভার অনেক কম। আমার তরফ থেকে এই সব পাপীদের জন্য আমি এই ভেবে প্রার্থনা করতাম যে, ঈশ্বর যখনই চাইবেন এই সমস্ত দুষ্কর্ম দূর করার দায়িত্ব স্বয়ং তিনিই গ্রহণ করবেন, আমি তা নিয়ে কখনই পুনরায় মাথা

ঘামাতাম না।

ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে যে ধরনের আত্মসমর্পণ আশা করেন, তা লাভ করার জন্য আমাদের আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক জগৎ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ভাবনাগুলোকে মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করা উচিত। যিনি সত্যিকারের মন নিয়ে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য আকুল হয়ে উঠেন ঈশ্বর তাঁর কাছে নিজের প্রকাশ তুলে ধরেন, যার আলোকে মানুষ নিজের ভাবনাকে সঠিকভাবে চিনে নিতে পারে।

ফিরে যাবার সময় তিনি পুনরায় বললেন—'যদি এটাই অর্থাৎ ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ সেবা করাই আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে আপনি—আমার কষ্ট হবে এই ভেবে ভয় না পেয়ে, যতবার খুশি নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে আসতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরের সেবা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়ে না থাকে তাহলে আপনি পুনরায় আমার কাছে আর কখনও আসবেন না।'

(২)

লরেন্স বললেন —'স্বার্থরহিত হয়ে আমি ভগবৎপ্রেমকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা বানিয়েছি এবং স্থির করেছি যে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই আমার জীবনের প্রতিটি কর্মের অবসান হবে। আমার এই সাধনপদ্ধতি থেকে আমি যথেষ্ট সন্তোষও লাভ করেছি। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে লাভ করার জন্য আমি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কাজ করার মধ্যেও প্রসন্নতা লাভ করতাম এবং তার বদলে আমি কোনোরকম পুরস্কার লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করতাম না।

আমাকে কখনও নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়, এই চিন্তা অনেকদিন আমার মানসিক বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই চিন্তা তখন আমাকে এতটাই তাড়া করছিল যে, যদি কেউ এর বিপরীত বিশ্বাস আমার মনে জাগাতে চাইতেন তাহলে তাঁরা নিশ্চিতভাবে অসফল হতেন। কিন্তু আমি স্বয়ং এর সমাধান যুক্তি-তর্ক দ্বারা এভাবে করেছি— আমি যে ধার্মিক জীবনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, আমি যা কিছু চেষ্টা করছি তা সবই ঈশ্বরের জন্য। এর পরিণামে আমার জীবনে যাই হোক না কেন—কল্যাণ বা অকল্যাণ—আমি কেবল তাঁর প্রীতির জন্য একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে যাব। আমার পক্ষে কম করে হলেও এটা তো সন্তোষের কথা হবে যে

আমৃত্যু আমি যা কিছু করেছি তা সবই ঈশ্বরের সন্তোষবিধানের জন্য। উপরে বর্ণিত এই মানসিক যন্ত্রণায় আমাকে একনাগাড়ে চার বছর কষ্ট পেতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, এই কষ্ট তো তাঁর প্রতি বিশ্বাস কম থাকার জন্যই হয়েছে। এর পরেই আমার সমগ্র জীবন ভগবৎপ্রেমের সাম্রাজ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অখণ্ড প্রসন্নতায় ডুবে ছিল। আমি আমার ত্রুটি এবং দুর্বলতাগুলো নিজের কাছে এবং ঈশ্বরের কাছে অকপটে এজন্যই সমর্পণ করেছিলাম যাতে তিনি বুঝতে পারেন আমি তাঁর কৃপালাভের যোগ্য নই। কিন্তু আমার এতসব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ঈশ্বর আমার উপর তাঁর অহেতুক কৃপাবর্ষণ দ্বারা আমাকে আগলে রেখেছেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে নিরন্তর (মানসিক) বার্তালাপ এবং সেই উদ্দেশ্যে সব কিছু করার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথমদিকে কিছু উদ্যোগ তো নিতেই হবে। সাধনপথে এগোলে আমাদের অনুভব হতে থাকবে এবং এ বিষয়ে সচেতন হলে আমাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের তরঙ্গ উঠবে যা আমাদের নির্বিঘ্নে সাধনপথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

সুখ-শান্তিরূপে ঈশ্বরের প্রেরিত পরিস্থিতি ভোগ করার পর আমার মনে হয়েছে যে, এবার আমার ভগবানের দুঃখ-ক্লেশরূপী প্রসাদ লাভ করার সময় হয়েছে। এ কথা ভেবে আমার মনে বিন্দুমাত্র চিন্তা হয়নি কারণ আমি জানতাম যে সর্বপ্রকারে আমি তাঁর অধীন। যে ঈশ্বর আমাদের জন্য দুঃখ-কষ্টের বিধান সৃষ্টি করেছেন তিনিই আবার সেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মতো শক্তিও প্রদান করবেন।

যখন আমি কখনও সেবা করার সুযোগ লাভ করতাম তখন তাঁর কাছে এটাই প্রার্থনা করতাম যে, 'হে ঈশ্বর আপনার কৃপা ছাড়া আমার পক্ষে এটা করা কখনও সম্ভব হবে না।' তার ফল এই হত যে, তিনি আমাকে বিপুল শক্তি দান করে অনুগৃহীত করতেন।

যখন আমি কর্তব্যচ্যুত হতাম তখন কোনো আপত্তি ছাড়াই তাঁর কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করতাম এবং আর্তস্বরে বলে উঠতাম—হে প্রভু! যদি এভাবে কেবলমাত্র আমার বল-বুদ্ধির ওপর ভরসা করে আমাকে একা ছেড়ে দেন তাহলে আমার দ্বারা অপরাধ ছাড়া কোনো কিছুই সংঘটিত হবে না। হে

শরণাগতবৎসল ! আপনিই আমাকে অধোগতি থেকে রক্ষা করুন এবং আমার অপরাধের পরিমার্জনা করুন। এই আতুরতাভরা কাতর প্রার্থনার পরে আমি অপূর্ব শান্তি লাভ করতাম।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশুদ্ধভাবে তাঁকে একান্ত কাছে উপলব্ধি করে নিতান্ত সরলতা এবং সততার সঙ্গে হৃদয়ের ভাবনাকে ভগবানের সামনে রেখে যা কিছু কর্তব্য-কর্ম আমাদের সামনে আসবে, প্রসন্নতার সঙ্গে তা করে যেতে হবে এবং কর্মে সাফল্যের জন্য তাঁর কাছেই অনুনয়-বিনয় করতে হবে। আমি আমার নিজের অনুভব থেকে বলছি যে, ভগবান আমাদের সফল হওয়া থেকে কখনও নিরাশ করেন না।

কিছুদিন আগের কথা। আশ্রমের জন্য খাদ্য সামগ্রী কিনতে আমাকে বারগান্ডি পাঠানো হয়েছিল। কাজটা আমার কাছে খুব অরুচিকর ছিল কারণ এই ধরনের কাজ আমার স্বভাবের অনুকূল ছিল না। দ্বিতীয়ত পঙ্গু হওয়ায় ঘাট থেকে নেমে নৌকায় উঠতেও অসমর্থ ছিলাম, কোনও রকমে হামাগুড়ি দিয়ে নৌকায় উঠলাম। তবুও নৌকায় উঠতে এবং জিনিষপত্র কিনতে আমি এতটুকুও ঘাবড়ে যাইনি। আমি মনে মনে ঈশ্বরকে শুধু এটুকুই বলেছিলাম যে, 'যে কাজের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে, সেটি তো আপনারই।' আমার মনে আছে সম্পূর্ণ কাজটি খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। এই ধরণের আরেকটি কাজে ইতিপূর্বে আমাকে একবার ব্র্যাবারগানে পাঠানো হয়েছিল এবং সেই কাজটিও কল্পনাতীত ভাবে যেন আপনা-আপনিই হয়ে গিয়েছিল।

রান্নার কাজে স্বাভাবিক রুচি না থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য সেই কাজে নিজেকে অভ্যস্ত করলাম। ঈশ্বরের প্রার্থনায় আমার এতটাই টান ছিল যে, প্রতিটি কাজের মধ্যে আমি তাঁর কৃপা লক্ষ করতাম এবং আমার সব কাজই ভালোভাবে সম্পন্ন হত। এভাবে পনেরো বছর আমি রান্নাঘরের কাজ করি।

পনেরো বছর পর আমি যে কাজে যোগ দিই তাতে আমার মনে যথেষ্ট সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা ছিল। কর্মে আসক্তি না থাকায় রান্নাঘরের কাজের মতো এটিও আমি সহজেই ছেড়ে দিতে পারতাম ; কেননা ছোট বা বড় সব কাজই আমি কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রসন্নতা হেতু করতাম। স্বভাবতই সব কাজেই আমি ঈশ্বরের প্রসন্ন-মূর্তি অবলোকন করে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতাম।

প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময় বা অন্য সময়ের মধ্যে আমার কোন পার্থক্য মনে হত না কিন্তু গুরুজনদের আদেশ পালন হেতু নির্দিষ্ট সময়ে একান্ত স্থানে প্রার্থনার জন্য চলে যেতাম। প্রার্থনার জন্য অথবা একান্ত-স্থানে যাবার জন্য আমার গুরুজনদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ কোন বড় কাজও আমার মনকে আন্তরিক প্রভু-প্রার্থনা থেকে সরাতে পারত না। আমি সর্বদাই সজাগ থাকতাম যে, প্রতিটি অবস্থায় এবং কর্মে যেন আমার লক্ষ হোন একমাত্র ঈশ্বর। এরজন্য আমার কখনও কোন পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়নি, কেননা আমি সর্বদাই ঈশ্বর-প্রেম লাভের পথে নিজেকে সংলগ্ন রেখেছি। কিন্তু আমি প্রয়োজন বোধ করতাম এমন একজন ধর্মগুরুর যাঁর নিকট নিজের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে পাপমুক্ত হতে পারতাম। নিজের অপরাধের প্রতি আমি সজাগ ছিলাম, কিন্তু তারজন্য হতাশ হইনি। ঈশ্বরের কাছে নিজের অপরাধ অকপটে স্বীকার করতাম কিন্তু অপরাধ ক্ষমা করার জন্য কখনও তাঁর কাছে প্রার্থনা করিনি। ঈশ্বরের নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করে আমি পূর্বের ন্যায় শান্তিপূর্বকভাবে ভগবৎ-প্রেম এবং ভক্তির পথে সংলগ্ন থাকতাম।

জীবনে এমন পরিস্থিতিতেও এসেছে যখন, আমাকে মানসিক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমার কখনও কারোর সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়নি ; ঈশ্বর-বিশ্বাসের জ্যোতি আমাকে সর্বদাই তাঁর সান্নিধ্য-বোধ করাত এবং তাঁর নিমিত্ত সমস্ত কর্মে রত থেকে আমি সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকতাম। কাজের ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আমি সব কাজই তাঁর প্রীতি সম্পাদনের জন্য করতাম।

যদি মনে হয় যে কোন বিশেষ চিন্তাধারা আমাদের অনিষ্টের কারণ হবে কিংবা কোনও বিপদ ডেকে আনবে—এর দ্বারা আমাদের আত্ম-কল্যাণের পথে বাধার সৃষ্টি হবে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেটিকে সমূলে বিনাশ করবে এবং পূর্বের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে বার্তালাপে সংলগ্ন হবে।

প্রার্থনার জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করা ছিল, প্রারম্ভিক অবস্থায় আমি প্রায়ই আমার সময় সেখানে অতিবাহিত করতাম। সাধন করা কালে প্রারম্ভের কিছু সময় আমার মন একাগ্র থাকত, তারপরেই এদিক-ওদিক চলে যেত। কোনও

নিশ্চিত সাধন-পদ্ধতিতে আমি অভ্যাসপূর্বক মনকে একাগ্র করতে পারতাম না, যা অনেকেই করে থাকে। অবশ্যই কিছু ক্ষণের জন্য তো আমার মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট হত, তারপর হঠাৎ কখন যে সরে পড়ত আমি বুঝতেই পারতাম না।

জোর করে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়-রোধ করার সাধন তো কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। সাধনার উপযোগিতা হল প্রেমযোগের মাধ্যমে একমাত্র ঈশ্বরকেই লাভ করা। আমি এবিষয়ে অনেক ভেবে দেখেছি এবং আমার অনুভব হয়েছে যে এই প্রেমযোগ এবং ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণের সাধনার দ্বারাই আমরা স্বল্পকালের মধ্যেই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার করতে পারি। আত্মশক্তি এবং বুদ্ধির দ্বারা সম্পাদিত কর্মে আমাদের বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা উচিত। আত্মশক্তিতে হওয়া কর্মের সামনে বুদ্ধিপূর্বক সম্পাদিত কর্মের কোনোই মূল্য নেই, আমাদের একমাত্র কর্তব্য হল ঈশ্বরেই বিশুদ্ধ প্রেম করা, তাতেই রমণ করা।

ঈশ্বর-প্রেমের অতিরিক্ত মন-নিগ্রহের যত সাধনা আছে, সেসব একত্র করলেও সেগুলির দ্বারা আমাদের একটিও পাপের ক্ষয় হওয়া সম্ভব নয়। এর বিপরীত আন্তরিকভাবে ঈশ্বরে প্রেম করলে আমাদের সমস্ত পাপের স্বতঃই মার্জন হয়, এতে ভেবে দেখার কোনও প্রয়োজন নেই। মনে হয় যে, ঈশ্বর পাপিষ্ঠতম ব্যক্তির উপরেও মহান অনুগ্রহ করে তাঁর দয়ার এক অনুপম কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করে রেখেছেন।

আধ্যাত্মিক জগতে ঘোর ক্লেশ এবং মহান আনন্দের যে অনুভব আমার হয়েছে তার সামনে ভৌতিক জগতের দুঃখ-সুখের কোনই মূল্যই নেই। ঈশ্বরের কাছে আমার একটিই প্রার্থনা যে, আমার দ্বারা তাঁর প্রতি যেন কোন অপরাধ না হয়ে যায়, এছাড়া আমি আর কিছুই গ্রাহ্য করি না এবং কোন কিছুতে আমার ভয়ও নেই।

যখন কখনও আমি কর্তব্যচ্যুত হতাম, তখন নিঃসঙ্কোচে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে প্রার্থনা করতাম 'হে প্রভু ! এটা তো আমার স্বভাব হয়ে দাড়িয়েছে, যদি আপনি আমার উপর নিয়ন্ত্রণ না রাখেন তাহলে তো এই ধরণের অপরাধ হতেই থাকবে।' আর যদি কর্তব্যপালনে সফল হতাম তাহলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বলতাম যে, 'যে শক্তির দ্বারা কর্তব্যপালন করা হয়েছে, সেটি তো আপনারই প্রদত্ত।'

(৩)

লরেন্স বলছেন—‘ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রতি আমার যে মহৎ ভাবনা এবং ভালোবাসা রয়েছে তা-ই আমার আধ্যাত্মিক জীবনের মূল আধার। এই সত্যটিকে একবার হৃদয়ে ধারণ করে নেওয়ার পর সবসময়ে আমার কেবল একটিই লক্ষ্য ছিল যে, আমার সব কর্মের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করা, এছাড়া আমার মনে ভিন্ন প্রকারের কোনও ধারণার জায়গা যেন না থাকে। প্রথম প্রথম যখন কিছুক্ষণের জন্য আমার ঈশ্বর-চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটত তখন সতর্ক হয়ে যাবার ফলে আমার এ নিয়ে খুব বেশি চিন্তা হত না, কারণ তাঁর প্রতি বিস্মৃতিজনিত দুঃখ অনুভব করে আমি আমার এই দৈন্যকে তাঁর সামনে স্বীকার করে নিয়ে আরো অধিক বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবৎ চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করতাম।

আমার অটল বিশ্বাস হল তাঁর পুজোর সর্বোত্তম সামগ্রী এবং তাঁরই অনুকম্পার ফলে আমার উপর সেই সর্বমঙ্গলময়ের কৃপা বর্ষিত হতে থাকে।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের চরণে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর নিমিত্ত সমস্ত রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়, তিনি তাকে কখনো বঞ্চিত করেন না বা তাকে খুব বেশিদিন যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয় না।

আমার জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ভগবানের কৃপা এত অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে যে, কোনও কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে আমার সেই বিষয়ে কোনো লক্ষ্য না থাকলেও দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখার মতোই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আমাকে কী করতে হবে তা স্পষ্ট হয়ে উঠত। এভাবে কোনো কাজ করার পূর্বে আমার বিশেষভাবে সতর্ক হওয়ার কোনো প্রয়োজন রইল না, তবে এই অবস্থায় পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত আমাকে প্রতিটি কাজেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হত।

কখনও যদি কোনো বাহ্য কর্ম আমাকে তাঁর চিন্তা থেকে কিছু সময়ের জন্য বিচলিত করে তুলত তাহলে ঠিক সেই মুহূর্তেই ঈশ্বরের দিক থেকে এক অপূর্ব স্মৃতিধারা এসে আমার আত্মাকে প্রবলভাবে আবৃত করে তুলত আর আমি তাতে এতটা আপ্লুত এবং ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠতাম যে আমার নিজেকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ত। উপস্থিত কর্মকে ত্যাগ করে প্রার্থনার জন্য একান্তে

যাবার পর যতটা ভগবানের স্মৃতি হত, তারচেয়েও অনেক বেশি স্মৃতি কাজ করার সময় হত।

আমি এরকম একটি আভাস পেয়েছিলাম যে, ভবিষ্যতে আমাকে কোনো কঠিন মানসিক অথবা শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। যে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে থেকে আমি চিরকাল সুখ উপভোগ করে এসেছি, তার অবলুপ্তিই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় বিপদ বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপা হস্ত আমাকে আশ্বাস প্রদান করে যে, তিনি আমাকে কখনও ছেড়ে যাবেন না এবং যে কোনো ধরনের দুঃখরূপ বিধানই তিনি আমার জন্য রচনা করুন না কেন, তা সহ্য করার মতো শক্তি প্রদান করে করুণাময় ঈশ্বর আমাকে অবশ্যই অনুগৃহীত করবেন। এর পরিণাম এই হল যে, আমি সবরকম ভয় থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম এবং কোনো পরিস্থিতিতেই অন্য কারো কাছ থেকে কোনোরকম পরামর্শ নেওয়ার আমার প্রয়োজন হল না। ভুলক্রমে কারো কাছ থেকে কোনোরকম পরামর্শ নেবার চেষ্টা করলে তা বরং আমার নানা রকম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভগবৎপ্রেমের বেদীতে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য আমি নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রেখেছি। এর জন্যই কোনো ধরনের ভবিষ্যৎ অনিষ্ট চিন্তা আমাকে কখনও অস্থির করে তুলতে পারেনি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই হল ভগবানের কৃপালাভের নিশ্চিত সাধনা, এতে আমাদের আচরণের পর্যাপ্ত দিক্‌দর্শন সবসময় সুলভ হয়ে থাকে।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের স্বার্থরহিত হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যেতে হবে, এতে আমাদের অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি লাভ হবে। সংকটের সময় একমাত্র ঈশ্বরের শরণ আশ্রয় করে তাঁর অহৈতুকী কৃপার জন্য প্রার্থনা করতে হবে, এর ফলে আমরা অবশ্যই শান্তিলাভ করব।

অধিকাংশ মানুষ শরণাগতির পথে উন্নতি লাভ করতে পারেন না, কারণ জীবনের পরম আরাধ্য ঈশ্বরকে উপেক্ষা করে তাঁরা কেবল তপস্যাদি এবং বিশেষ সাধন পদ্ধতিতে আসক্ত হয়ে পড়েন। এর স্পষ্ট পরিচয় তাঁদের কাজকর্মে ফুটে উঠে আর এইজন্যই তাঁদের মধ্যে কোনোরকম বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় না।

ঈশ্বরের শরণাগতি লাভের জন্য কোনোরকম বিশেষত্বের যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনই বিশেষ কোনো কলা-জ্ঞানেরও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হল কেবল এক দৃঢ়চেতা হৃদয় যা একান্ত মনে ভগবানের চিন্তা করবে এবং সর্বদা তাঁরই ভাবে ভাবিত থাকবে।

(৪)

সন্ত লরেন্সের সঙ্গে যে মহাশয়ের কথাবার্তা হয়েছিল সেই মহাশয় জানান যে, ভগবানের চরণে আশ্রয় নেবার পন্থা সম্পর্কে সন্ত লরেন্স তাঁর সঙ্গে মন খুলে অনেক কথা বলেছিলেন। এর কিছু কিছু আলোচনা আগেই করা হয়েছে।

লরেন্স বলেছেন—'যে জিনিস এবং ক্রিয়াকর্ম আমাদের ভগবানের প্রতি বিমুখ করে তোলে, তাঁর পথে কণ্টকস্বরূপ মনে হয় সেই সব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই হল ঈশ্বরের শরণ লাভ করার প্রকৃষ্ট পন্থা। স্বতন্ত্রভাবে এবং সরলতাপূর্বক নিরন্তর তাঁর সঙ্গে বার্তালাপ করার অভ্যাস আমাদের গড়ে তুলতে হবে। তাঁকে অতি নিকটে অনুভব করতে হবে, প্রতিক্ষণ নিজেকে তাঁর সম্মুখে মনে করবে। যে কাজে আমাদের মনে সন্দেহ জাগবে, সেই বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য এবং যে কাজ করতে গিয়ে আমরা স্পষ্টভাবে অনুভব করি যে তিনি তা আমাদের দ্বারা করাতে চান, তা সঠিকভাবে করার জন্য আমরা তাঁর কাছ থেকে সহায়তা প্রার্থনা করব। কাজ করার পূর্বেই তা ভগবানের নামে সমর্পণ করতে হবে এবং তা সম্পন্ন হলে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হবে।'

ঈশ্বরের সঙ্গে এই প্রকার বার্তালাপের সাহায্যে আমাদের তাঁর অসীম কৃপা এবং পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিরন্তর ভগবানের স্তুতি, পূজা এবং আরাধনায় যত্নবান হওয়া উচিত। নিজেদের ত্রুটি এবং কমজোরি অথবা পাপকর্মের দ্বারা নিরুৎসাহিত না হয়ে ঈশ্বরের অনন্ত গুণাবলীর উপর ভরসা রেখে তাঁর অহৈতুক কৃপার জন্য পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করে যেতে হবে। প্রতিটি অবসরে তিনি নিজের কৃপা থেকে আমাদের কখনও বঞ্চিত করেন না, এটা আমি সব সময় অনুভব করেছি। হ্যাঁ, অসফলতা কেবল তখনই এসেছে যখন আমার মন ঈশ্বর সান্নিধ্যের ভাবনায় বিচলিত হয়েছিল অথবা আমি তাঁর কাছ থেকে তাঁর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা

করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

যখন আমি কোনও সমস্যার সমাধান না পেয়ে নিরুপায় হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তখন সেই দয়াল আমার কাছে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হন। আমাদের শুদ্ধি আমাদের কার্য পরিবর্তনের উপর কখনও নির্ভর করে না বরং যেসকল কর্ম—যা আমরা প্রায়শঃ স্বার্থের বশীভূত হয়ে করি, সেগুলির শুদ্ধি ঈশ্বর অর্পণ করা হলেই হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ লোক সাধনাকেই সাধ্য বলে ভেবে নেয়। এর ফলে আমাদের এই ধরনের কাজ করা স্বভাবে পরিণত হয় যার ফলে মানুষ স্বার্থযুক্ত ভাবনার জন্য সেই কর্মগুলিকে নানাভাবে দোষযুক্ত করে মাঝপথে পরিত্যাগ করে।

ঈশ্বরের শরণ লাভের সর্বোত্তম প্রক্রিয়া হল, লোকেদের সন্তুষ্টির চিন্তা না করে আমাদের প্রতিদিনের কাজকে যতটা সম্ভব ঈশ্বরমুখী করা। আমাদের উপাসনার সময়, অন্য কাজের সময় থেকে পৃথক হওয়া উচিত, এরকম ভাবাটাই ভুল। উপাসনার সময় উপাসনার দ্বারা যেভাবে ঈশ্বরের সন্মুখীন হই, ঠিক সেভাবেই কাজ করার সময়েও কাজের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করা উচিত।

ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করাই আমার একমাত্র উপাসনা। এর দ্বারা মন বাইরের অনুসন্ধান থেকে বিরত থেকে ভগবৎপ্রেমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। উপাসনার নির্ধারিত সময় সমাপ্ত হয়ে যাবার পরও আমার কাছে খুব একটা পার্থক্য নজরে পড়ে না। কারণ আমি তো সব সময়েই তাঁর স্তুতি করি এবং তাকে ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে সবসময়েই তাঁকে হৃদয়ে অনুভব করি, ফলে আমার জীবন সব সময়েই রসানন্দে আপ্লুত হয়ে থাকে। তবু আমি আশা করি, ঈশ্বর আমার জন্য এমন কোনো দুঃখের বিধান দেবেন যার ফলে তাঁর প্রতি আমি আরও শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠব।

আমাদের প্রয়োজন নিশ্চিতরূপে প্রসন্নচিত্তে নিজের সমস্ত বিশ্বাস ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করে তাঁর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে তিনি কখনও আমাদের প্রতারিত করবেন না। তাঁর প্রীতির জন্য অতি তুচ্ছ কাজ করার সময়ও আমাদের কখনও তাচ্ছিল্য করা চলবে না। ঈশ্বর কাজের মহত্ত্বের দিকে তাকান না, তিনি শুধু আমাদের

ভাবনাকে পরখ করেন, যার দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমরা কাজ করি। এরকম প্রায়ই ঘটে যে, চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রথম দিকে আমরা কখনও অসফল হই। এতে আশ্চর্য হতে নেই বা নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। অবিরতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত আমরা এমন এক সুন্দর স্থিতি লাভ করব, যার দ্বারা কোনোরকম সাবধানতা ছাড়াই সকল কর্ম সুসম্পন্ন হবে এবং আমাদের জীবন প্রসন্নতায় ভরে উঠবে।

শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও দয়া — এই তিনটি হল সমস্ত ধর্মের সারকথা। এই তিনটির সাহায্যে আমাদের জীবন ঈশ্বরের সংকল্প অনুসারী গড়ে উঠে। এর অতিরিক্ত যা কিছু বাকি থাকে, তার কোনো গুরুত্ব নেই, অবশ্য সেগুলিকে শ্রদ্ধা এবং দয়া দ্বারা অভিভূত করে আমরা নিজ নিজ লক্ষ্যপ্রাপ্তিতে যত্নবান হতে পারি।

শ্রদ্ধার দ্বারা সব কিছু সম্ভব, বিশ্বাস কঠিনকে সহজ করে তোলে আর প্রেম তাকে আরো সহজতর করে তোলে। যিনি এই তিনটি সদ্‌গুণের দৃঢ়তাপূর্বক অভ্যাস করেন, তার ক্ষেত্রে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না—সমস্ত মার্গ কণ্টকশূন্য হয়ে তাকে স্বাগত জানায়।

আমাদের নিজেদের সামনে এমন উদ্দেশ্য রাখতে হবে যাতে যথাসম্ভব এই জীবনেই আমরা ঈশ্বরের সর্বোত্তম উপাসক হয়ে উঠতে পারি। তাঁর উপাসক হয়ে থাকার আমাদের ইচ্ছা অনন্তকাল পর্যন্ত যেন নিত্যনতুন থাকে।

আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করার সময় আমাদের আত্মনিরীক্ষণ করা উচিত, এতে আমাদের যথার্থ স্থিতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ হবে, বোঝা যাবে আমরা কোথায় আছি! লক্ষ করলে আমরা বুঝতে পারব যে, আমরা সত্যি সত্যি ঘৃণার পাত্র, কোনো ভাবেই ধার্মিক বলার মতো যোগ্য আমরা নই ; কারণ আমরা সব রকম দুঃখ এবং অগণিত ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে থাকি, যার ফলে সর্বদাই সন্তপ্ত থাকি, আর এতে আমাদের আন্তরিক এবং বাহ্য জীবন, আমাদের স্বাস্থ্য এবং চিন্তাধারা নিরন্তর আন্দোলিত হতে থাকে। মূলকথা হল, আমরা এমনই প্রাণী যে, মঙ্গলময় ঈশ্বরের দ্বারা রচিত বাহ্য এবং আন্তরিক দুঃখের দ্বারা দীন-হীন হয়ে থাকি। ঈশ্বরের এই অযাচিত অনুগ্রহের তাৎপর্য বুঝতে পারলে অন্য

কোনো ব্যক্তি থেকে আমাদের যে কষ্ট, প্রলোভন, বিরোধ তথা প্রতিবাদ লাভ হবে, তাতে আমরা আশ্চর্য তো হবই না, কোনোরকম গ্লানিবোধও হবে না। বরং তার বিপরীত যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর চাইবেন আমরা সহর্ষে সেই পরিস্থিতি গ্রহণ করব কারণ এতেই আমাদের সবরকম মঙ্গল নিহিত রয়েছে। মানুষ যেমন যেমন পূর্ণত্ব লাভে প্রয়াসী হয়, তেমন তেমনই সে ঈশ্বর-কৃপার অনুভব করে তাঁর অনুগত হতে থাকে।

একবার মঠের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—'কোন্ প্রক্রিয়ার দ্বারা আমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের অখণ্ড চেতনা লাভ করেছি ?' তার উত্তরে আমি তাকে জানাই, 'মঠে প্রবেশ করার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি ঈশ্বরকেই আমার ধ্যান-ধারণা এবং আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছি, যাতে চিন্তাধারা এবং ভাব সর্বদা তাঁরই প্রতি প্রবাহিত হয়ে তাতেই লীন হয়।'

সাধনার প্রারম্ভিক অবস্থায় একান্তে গিয়ে প্রার্থনার নির্ধারিত সময়টা আমি ঈশ্বরের চিন্তায় ব্যয় করতাম, বিদ্বানসুলভ তর্ক তথা পরিশ্রমসাধ্য ধ্যানের প্রণালী স্বীকার না করে সরল ভক্তিপূর্ণ ভাব এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসের আলোকেই নিজের মনকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করতাম এবং তাঁর দৃঢ় ছাপ ধরে রাখতাম। এইভাবে এই ছোট ছোট সহজ এবং সরল প্রক্রিয়া দ্বারা আমি ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠলাম। আমি দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করলাম যে, যথাসম্ভব ভগবানকে কখনও না ভুলে তাঁকে উপলব্ধি করার জন্যই সর্বতোভাবে যত্নবান হয়ে উঠব।

এভাবে প্রার্থনার দ্বারা যখন আমার মন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উঁচু ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠত তখন আমি রান্নাঘরে আমার নির্দিষ্ট কাজে চলে যেতাম, কারণ মঠের সবার জন্য খাবার তৈরি করার দায়িত্ব আমার ওপরই ন্যস্ত ছিল। রান্নাঘরে পৌঁছে জিনিসগুলি ঠিকঠাক করে কখন কী খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে ঠিক করে নিতাম। কাজের এই সময়টুকু ছাড়া আমার সমস্ত সময় উপাসনায় অতিবাহিত হত।

যখন আমি আমার কাজ শুরু করতাম তখন ঈশ্বরের প্রতি সন্তানবৎ বিশ্বাস রেখে নিবেদন করতাম—'হে প্রভু ! তুমি সবসময় আমার সঙ্গে রয়েছ।

তোমারই আজ্ঞা পালনের জন্য আমার মনকে এই বাহ্যিক কাজে ব্যাপৃত রেখেছি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যাতে কাজের মধ্যেও আমি যেন তোমারই সান্নিধ্য অনুভব করতে পারি। আর এই লক্ষ্যে সিদ্ধিলাভের জন্য তুমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আমাকে উন্নত করে তোলো। হে দীনবৎসল ! আমার সমস্ত কর্ম এবং প্রেমকে তুমি স্বীকার করে নাও।’

কর্ম করার সময়ও আমি ঈশ্বরের সঙ্গে সরলভাবে নিয়মিত কথোপকথন চালিয়ে যেতাম, তাঁর কৃপালাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতাম আর তাঁর চরণেই সমস্ত কর্মকে সমর্পণ করে দিতাম।

কর্ম সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আমি নিজেই বিচার করতাম সেটি সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা। যদি আমি কাজ সুন্দরভাবে সমাধা হয়েছে বলে মনে করতাম তাহলে তারজন্য ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ দিতাম, এর অন্যথা হলে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। আমি নিরুৎসাহ না হয়ে পুনরায় নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করতাম, তারই সঙ্গে আমি তাঁর সান্নিধ্যলাভের প্রক্রিয়ায় এভাবে নিজেকে জড়িত করে রাখতাম যে কখনও আমার মন ঈশ্বরের থেকে বিচলিত না হয়। এই প্রকার অসাফল্য কাটিয়ে নিজেকে উন্নীত করে বারবার ভগবৎ বিশ্বাস তথা ভগবৎ প্রেমের কার্য করতে করতে আমি এরকম একটি অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলাম যে অবস্থায় আমার পক্ষে তাঁকে ভুলে যাওয়া ততটাই কঠিন হয়ে পড়েছিল, যতটা প্রথমদিকে কঠিন ছিল ঈশ্বরের স্মৃতি মনের মধ্যে জিইয়ে রাখা।

লরেন্সের এক সঙ্গী তাঁর সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে বলেছেন— ‘ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভবের দ্বারা লারেন্স এতটাই উপকৃত হয়েছিলেন যে তিনি স্বভাবতই অন্যদের এই বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। তবুও তাঁর যুক্তিপূর্ণ উপদেশ থেকেও তাঁর আদর্শ জীবনই লোকেদের বেশি প্রভাবিত করত। তাঁর সৌম্য মুখাকৃতির দর্শনে লোকেরা প্রেরণা লাভ করত, তাঁর মুখে মধুরতার সঙ্গে এমন একটি শান্ত ভক্তিরসের ভাব সর্বদা প্রকট থাকত, যা সকলকেই প্রভাবিত করত। এটাও লক্ষ করা যেত যে দ্রুততার সঙ্গে রান্নাঘরের কাজ করার সময়েও তাঁর স্মরণশক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি ভাবনা সজাগ থাকত। তিনি কাজের জন্য যেমন ব্যগ্র হয়ে উঠতেন না তেমনই কাজ নিয়ে অযথা সময়ও অতিবাহিত

করতেন না বরং অখণ্ড গম্ভীরতা এবং শান্তির সঙ্গে তিনি প্রতিটি কর্ম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতেন। তিনি বলতেন—'কর্ম এবং উপাসনা দুটোই আমার কাছে সমান, আমি দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষ করি না। খাবার বিতরণ করার সময়েও যখন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন প্রয়োজনে আমাকে ডেকে চলত তখনও রান্নাঘরের সেই কোলাহলের মধ্যেও আমি শান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতাম, দেখে মনে হত যেন কোনো ধার্মিক সংস্কার-পদ্ধতিতে সংলগ্ন রয়েছি।'

পত্র [১]

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমি ঈশ্বরের নিরন্তর সান্নিধ্যলাভের অনুভব-প্রাপ্তি লাভ করেছি তা জানার জন্য আপনি অনেকখানি উৎসুক হয়ে পড়েছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। ভাই ! এই ধরনের অনুভূতি তো আমি কেবল তাঁর কৃপার ফলেই লাভ করেছি। এ কথাটা আমি অবশ্যই আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আপনার অনেক অনুনয়-বিনয়ের জন্য খুবই দ্বিধার সঙ্গে এই বিষয়ে লিখতে উদ্যত হয়েছি। আর তা আমি এই শর্তে করতে রাজি হয়েছি যে, আমার এই চিঠি অন্য কোনো ব্যক্তিকে আপনি দেখাবেন না। যদি আমি একথা বুঝতে পারি যে, আপনি এটা অন্য কাউকে না দেখিয়ে থাকতে পারবেন না, তবে আপনার কল্যাণের জন্য আমার যতরকম সদ্‌ভাবনা রয়েছে, তা সব একত্রিত হয়েও আমাকে এই পত্র লেখায় কখনও রাজি করাতে পারত না। আমার অনুভূতির বিবরণ এই প্রকার—

ঈশ্বরের শরণ লাভের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া আমি অনেক বইপত্রে পড়েছি এবং আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য নানা ধরনের সাধনার অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে, যাঁর সন্ধান করে চলেছি, যদি বইপত্রে লেখা সমস্ত সাধনমার্গ মেনে চলি তাহলে আমার পথ সুগম না হয়ে আরও জটিল হয়ে উঠবে। আমার একমাত্র লালসা ছিল সর্বতোভাবে একমাত্র ঈশ্বরেরই হয়ে থাকা। অবশেষে আমি স্থির করলাম যে, তাঁকে লাভ করার জন্য আমি পুরোপুরিভাবে সমস্ত লৌকিক বস্তু ত্যাগ করব এবং ঈশ্বরের প্রেম লাভ করার জন্য সমস্ত লৌকিক বস্তু ত্যাগ করে আমি তাঁর পায়ে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করি। আমি এভাবে জীবনযাপন করতে লাগলাম যেন এই পৃথিবীতে আমি

এবং ঈশ্বর ছাড়া আর কারো কোনো অস্তিত্বই নেই। তাঁর সম্মুখে কখনও কখনও আমি নিজেকে ভাবতাম ন্যায়াধীশের চরণে পতিত অপরাধী ! আবার কখনও কখনও পিতা, পরমাত্মারূপে তাঁকে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করতাম। যথাসম্ভব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে আমার সামনে উপস্থিত করে তাঁর পূজা-অর্চনা করতাম। যখনই আমার মন নানা দিকে ঘুরে বেড়াতে চাইত, তখনই তাকে সজোরে আকর্ষণ করে তাঁর পদপ্রান্তে নিয়ে আসতাম। এর ফলে আমি যথেষ্ট মানসিক শান্তি লাভ করতাম। কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করার সময় মানসিকভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেও ঘাবড়ে না গিয়ে তৎপরতার সঙ্গে প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করে যেতাম। উপাসনার সময় যেমন আমি তাঁর সান্নিধ্য উপলব্ধি করতাম, তেমনইভাবে সমগ্র দিন ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের জন্য সচেষ্ট হয়ে থাকতাম। সবসময়, প্রতিক্ষণ, এমনকি কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও আমি আমার মনকে তাঁর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে এমন সব জিনিসের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলতাম।

দীক্ষিত হওয়ার পরেই আমি এই প্রক্রিয়াকে আমার জীবনের ব্রতে পরিণত করে নিয়েছিলাম। যদিও এখন আমি এটাকে স্বল্পভাবেই প্রয়োগ করতে পেরেছি তবুও এর থেকে আমার অনেক লাভ হয়েছে। আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারি যে এই সবই হল ঈশ্বরের দয়া এবং কৃপা। কারণ তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। তাছাড়া আমি তো অন্য কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা আরও অক্ষম। কিন্তু যখনই আমরা ভক্তিভাবের সঙ্গে নিজেকে তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে অনুভব করি, ভগবানকে সামনে দেখতে পাই তখন আমরা কোনোভাবেই এমন কোনো কাজ করতে পারি না, যাতে তাঁর প্রতি অপরাধ জন্মায় বা তিনি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। বরং এর দ্বারা আমাদের ভেতরে এক অলৌকিক পবিত্র স্বাতন্ত্র্যভাব জাগ্রত হয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এরকম একটা বোঝাপড়া হয়ে যায় যে, নিঃসঙ্কোচে আমরা তাঁর কাছ থেকে কোনোরকম বিফলতার আশঙ্কা না করেই অনুগ্রহ চাইতে পারি। তাৎপর্য হল এই যে, বারবার এই প্রক্রিয়ার অনুসরণের ফলে তা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয় এবং তাঁর সান্নিধ্যের নিরন্তর অনুভূতি আমাদের জীবনে স্বাভাবিকতায় পরিণত হয়। আমার উপর তাঁর এত অসীম

কৃপা যে তাঁর প্রশংসা করতেও নিজেকে অসমর্থ মনে হয়। আসুন আপনিও আমার সঙ্গে তারজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন, কারণ আমার মতো দীন, মলিন, পাপীর প্রতিও দয়াপরবশ হয়ে তিনি কত অনুগ্রহ করেছেন!

তাঁর যশোগান সর্বত্র হোক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার....................

[২]

কিছুদিন আগে একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে আমার কথোপকথন হয়েছিল। উনি বলেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক জীবন অনুগ্রহের জীবন, যা দাসোচিত ভাবের সঙ্গে শুরু হয় আর শ্বাশত জীবনের আশায় এগিয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যে তা পূর্ণতা লাভ করে। এরমধ্যে প্রতিটি অবস্থারই আলাদা আলাদা স্তর থাকে। এই স্তরগুলো এক এক করে অতিক্রম করে মানুষ শেষপর্যন্ত প্রেমের পরকাষ্ঠা লাভ করে। আমি এই সমস্ত উপায়গুলো অনুসরণ করিনি, বরং এর বিপরীত কোনো অজ্ঞাত অন্তঃপ্রেরণা আমাকে তা অনুসরণে বাধা দিয়েছে। ফলে দীক্ষিত হয়েই আমি স্থির নিশ্চয় করেছি যে ঈশ্বরের পায়ে আত্মসমর্পণ করব। তাঁর প্রেম লাভের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করব। কারণ ঈশ্বরের প্রেমের প্রতিদানের এটাই আমার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে মনে হয়েছিল।

প্রথম বছর আমি যখন নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনার জন্য যেতাম তখন প্রায়ই মৃত্যু, ধর্মরাজের নির্ণয়, স্বর্গ, নরক তথা নিজের পাপের বিচারে সংলগ্ন হয়ে থাকতাম এবং উপাসনার নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সব সময় এমনকি কর্মরত অবস্থাতেও এক নাগাড়ে কয়েক বছর আমি নিজের মনকে সাবধানতার সঙ্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলাম। আমি সবসময় তাঁকে আমার পাশে মনে করতাম এবং অন্তরেও তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করতাম। শেষ পর্যন্ত আমার এরকম অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে উপাসনার নির্দিষ্ট সময়েও এই ভাবনাই আমার মধ্যে অলক্ষিতভাবে জেগে থাকত। এর ফলে আমি মনে মনে চরম প্রফুল্লতা এবং প্রসন্নতা অনুভব করতাম। এই প্রক্রিয়া আমার মনে ঈশ্বরের এরকম অচিন্ত্য স্বরূপ স্থাপন করেছিল যে, তার ফলে একমাত্র

শ্রদ্ধাবোধই আমার মনে সন্তোষ দান করতে পারত।

আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি ঠিক ওরকমই আমার প্রারম্ভিক অবস্থা ছিল, তবু আমি আপনাদের একথা অবশ্য জানিয়ে দিতে চাই যে, প্রথম দশ বছর আমাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি যতটা ভক্তি থাকা উচিত ততটা না থাকার ভয়, নিজের অতীত জীবনের পাপের স্মৃতি এবং আমার মতো এমন অধমের প্রতিও তাঁর এই মহৎ করুণা—এ সমস্তই আমার কষ্টের কারণ হয়েছিল। আর এই সময়েই আমার কয়েকবার পদস্খলন হয়েছিল এবং সহসা নিজেকে সামলেও নিয়েছিলাম। তখন আমার মনে হয়েছিল সমস্ত জীবকুল, আমার বুদ্ধি এবং স্বয়ং ভগবানও আমার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। কেবল শ্রদ্ধাই ছিল আমার একমাত্র সম্বল। প্রভুর আশ্বাস লাভের অনুভব, যা মানুষ কঠিনতার মধ্য দিয়ে লাভ করে, সহসা আমি তা পেয়ে গেলাম। এই ভাবনা আমাকে কখনও কখনও যন্ত্রণা দিত আর আমি তখন ভাবতে শুরু করতাম, আমার এই অনুভব কেবল কল্পনা নয় তো ! গোটা ব্যাপারটাকে আমি কখনও কখনও আত্মপ্রবঞ্চনা ভাবতাম এবং চিন্তা করতাম আমার মতো লোকের উদ্ধার হওয়া কীভাবে সম্ভব ?

আমি ভেবেছিলাম, আমার বাকি দিনগুলো এই চিন্তাতেই কাটাতে হবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, এইরূপ চিন্তার ফলে প্রভুর প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল, তা হ্রাস পাওয়ার বদলে সহসা আরও বৃদ্ধি পেল। আমি সহসা অনুভব করলাম যে আমার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমার আত্মা—যা প্রথমে চিন্তার বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছিল, এখন তা পরম আন্তরিক শান্তি লাভ করেছে— যেন তা নিজের কেন্দ্র তথা বিশ্রামাগারে পৌঁছে স্থিতিলাভ করেছে।

এরপর আমি শ্রদ্ধা, দীনতা এবং প্রেমভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যসুখ উপভোগ করতে লাগলাম। আমার কোনো কাজ এবং চিন্তাভাবনা থেকে ঈশ্বর যেন অপ্রসন্ন না হন, তার জন্য আমি সব সময় সতর্ক থাকতাম এবং বিশ্বাস করতাম, এরূপ যথাসম্ভব নিজের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ঈশ্বর যেভাবে চাইবেন সেভাবেই আমাকে গড়ে তুলবেন।

এখন আমার যে মানসিক স্থিতি, তা আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। হ্যাঁ,

এটুকু বলতে পারি যে এর ফলে আমার কোনোরকম কষ্ট তো হয়ই না বা আমার মনে কোনো ধরনের মানসিক দ্বিধাও নেই, কারণ এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া আমার আর কোনো স্বতন্ত্র ইচ্ছা নেই এবং তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্যই আমি সব রকম কাজ করে যাচ্ছি। আমি নিজেকে কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছি এবং আমি এও বুঝতে পারছি যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা তাঁর প্রতি প্রেমের ভাব ছাড়া আমি পৃথিবীর বুক থেকে একটি খড়কুটোও তুলতে সমর্থ নই।

নির্ধারিত সময়ে পালিত সমস্ত উপাসনা এবং স্তুতিপাঠ আমি ছেড়ে দিয়েছি, হ্যাঁ এই উপাসনা এবং প্রার্থনা আমি অবশ্যই করে থাকি, যা করার জন্য পরিস্থিতি আমাকে বিবশ করে তোলে। এখন তো কেবলমাত্র ঈশ্বরের পবিত্র সান্নিধ্য লাভেই স্থির থাকাকে আমার জীবনের অন্যতম ব্রত করে নিয়েছি। এই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য চিত্তবৃত্তির সামান্য একাগ্রতা এবং প্রেমভাবনাই যথেষ্ট। একে আমি তাঁর যথার্থ সান্নিধ্য বলতে পারি বা আরো স্পষ্ট ভাষায় এও বলতে পারি যে, এই মানসিক অবস্থা আত্মা-পরমাত্মার সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ ; মূক এবং নিগূঢ় সম্ভাষণের প্রভাবে আমার ভেতরে এবং কখনও কখনও বাইরেও এক ধরনের মানসিক উল্লাস ফুটে উঠে, যার প্রবল অভিব্যক্তি আমাকে জোর করে সংযত করতে হয় ; যাতে অন্য কেউ এ সম্বন্ধে জানতে না পারেন।

আমি নিশ্চিত তথা অসন্দিগ্ধভাবে বলতে পারি যে গত ত্রিশ বছর ধরে আমি একনাগাড়ে তাঁর সান্নিধ্য উপভোগ করে আসছি। আপনারা হয়তো বিরক্ত বোধ করবেন তাই আমি এখানে অনেক কিছু উল্লেখ করছি না। তবু একথাটা আমি আপনাদের জানিয়ে রাখা উচিত বলে মনে করি যে, আমি কীভাবে নিজেকে ত্রিলোকপতি প্রভুর নিকটবর্তী অনুভব করি !

ঈশ্বরের কাছে আমি সব ধরনের অপরাধ করেছি, আমার জীবন নানারকম দোষ এবং ভ্রষ্টাচারের প্রতিমূর্তি, এই ভেবে আমি নিজেকে সবচেয়ে অধিক দীনহীন মনে করে থাকি। নিজের অপরাধের অনুশোচনায় অভিভূত হয়ে আমি তাঁর কাছে আমার অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে থাকি আর নিজেকে ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করে থাকি, তিনি যেভাবে খুশি আমার

সঙ্গে ব্যবহার করুন। কিন্তু দণ্ড-দান তো দূরের কথা, ভগবান আমার অপরাধের প্রতি তাকিয়েও দেখেন না, কৃপাসিন্ধু তিনি আমাকে আলিঙ্গন করেন। আমার সঙ্গে আহার করেন, নিজের করকমলের দ্বারা আমার ক্লান্তি মুছে দেন, এমনকি নিজ ভাণ্ডারের চাবিকাঠিও আমার হাতে তুলে দেন। হাজার রকমভাবে তিনি আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন, আমার সঙ্গে খেলা করেন এবং আমাকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর কৃপার পাত্র করে তোলেন। এভাবেই বিভিন্ন সময়ে আমি ঈশ্বরের পবিত্র সান্নিধ্য উপলব্ধি করে থাকি।

ঈশ্বরের প্রতি কিছুটা অনুরাগ এবং চিত্তবৃত্তির একাগ্রতাই আমার পরম উপযোগী সাধনপ্রণালী। যে মধুরতা এবং প্রসন্নতার অনুভব একটি শিশু তার মায়ের স্তন পান করার সময় করে থাকে, তার চেয়েও বেশি আমি সবসময় ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি অনুভব করি। সাহসের সঙ্গে বলতে গেলে আমার এই স্থিতিকে আমি তাঁর বক্ষস্থল বলতে চাই যেখানে সংলগ্ন থেকে আমি অনিবার্য মধুর রসের আস্বাদন করে গদগদ হয়ে উঠি।

যদি কখনও প্রয়োজন বা দুর্বলতার জন্য আমার মন এই স্থিতি থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে সচেতন করে তোলার জন্য আমি অন্তরের মধ্যে এমন একটি মধুর এবং মনোগ্রাহী সংকেত অনুভব করি যা প্রকাশ করতে আমি সঙ্কোচ অনুভব করি। পূজ্যপাদের কাছে আমার এটাই প্রার্থনা, আমার মতো অপাত্র এবং কৃতঘ্নের উপর তিনি যে মহৎ কৃপা বর্ষণ করেন, তার চেয়ে বরং আপনি আমার নীচতা এবং কুটিলতার প্রতি নজর দিন, যে সম্বন্ধে আমি আপনাকে বিস্তৃতভাবে পূর্বে জানিয়েছি।

উপাসনার নির্দিষ্ট সময়েও আমি এই প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নভাবে অনুগমন করে থাকি। কখনও কখনও আমি এরকম অনুভব করে থাকি যে, আমি শিল্পী ভগবানের সামনে একটি পাষাণের টুকরোর মতো, যা থেকে তিনি একটি মূর্তির নির্মাণ করবেন। নিজেকে এভাবে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করে আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করে থাকি, 'হে দয়াল ! আমার অন্তরে আপনি আপনার মূর্তি স্থাপন করুন এবং আমাকে পুরোপুরিভাবে আপনারই প্রতিকৃতি রূপে গড়ে তুলুন।'

অন্যসময় যখন আমি প্রার্থনায় সংলগ্ন হয়ে থাকি তখন আমার এইরকম অনুভব হয় যে, আমার আত্মা স্বতঃই আমার কোনো প্রচেষ্টা বা প্রয়াস ছাড়াই ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে। এভাবে অগ্রসর হতে হতে তা ঈশ্বরের সামনে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে তাতেই দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির হয়ে যায় ; মনে হয় যেন নিজস্ব ধ্যেয় বস্তুকে লাভ করে তা অখণ্ড শান্তিতে নিমগ্ন হয়েছে।

আমি জানি মানুষেরা এই স্থিতিকে অকর্মণ্যতা, ভ্রান্তি এবং অহংকার বলে ভর্ৎসনা করবেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং এটা স্বীকার করি যে, যদি এই আত্মার এধরনের শান্তিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্তির সৌভাগ্য ঘটে তাহলে সেটির শ্রেয় হবে এই পবিত্র অকর্মণ্যতা এবং আনন্দদায়ক অহংকারের ; কেননা এরূপ শান্তিতে অবস্থানের পূর্বে প্রথমে যে কারণের জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতাম এখন আর তা হয় না। অবশ্যই অসাবধান হলে এধরনের স্থিতি সহায়ক না হয়ে সাধনার পথে বাধার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এ ধরনের স্থিতিকে ভ্রমাত্মক বলা হলে, আমি তা সইতে পারি না, কেননা যে আত্মা ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের সুখ উপভোগ করে, তা তাঁর অতিরিক্ত অন্য কোনো জিনিসের অপেক্ষা রাখে না। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি প্রবঞ্চনা বলে মনে করা হয়, তো ঈশ্বরই এর কোনো উপায় বের করবেন। সব কিছুই তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, আমি তো কেবল তাঁকেই চাই এবং তাঁর সঙ্গেই সমস্ত প্রকারে অনুরক্ত হতে চাই। পূজ্যপাদ ! আপনি অবশ্যই আমাকে সম্মতি দানে অনুগৃহীত করবেন, আপনি জানেন যে আমি আপনার কথাকে সম্মান করে চলি, কেননা আপনার প্রতি আমার অসাধারণ শ্রদ্ধা রয়েছে। এটুকুই শুধু বলা, ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার.....

[৩]

অপার কৃপায় পরিপূর্ণ হয়ে দয়ালু ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের সামনে উপস্থিত। ভাই ! তিনি আমাদের অভাবকে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারেন। আর তিনি এটাও জানেন কী কবে কার, কীভাবে, কোন অভাবটা দূর করতে

হবে। আমি সত্যি সত্যিই মনে করতাম যে, তিনি আপনাকে শুদ্ধ করার জন্য আরও ঘোর বিপদের মধ্যে ফেলবেন। নিশ্চিত থাকবেন, ঈশ্বর নিজের সময় মতো ঠিক আসবেন। হতে পারে, এমন সময় আসবেন যখন আপনি এই সম্ভাবনার কথা একেবারেই ভাবেননি। প্রিয়বর ! ঈশ্বরের উপর আরো বেশি করে ভরসা করুন। আপনার উপর ওঁর যে কৃপা রয়েছে বিশেষ করে সংকটকালে যে ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা আপনি লাভ করে থাকেন, এ সবের জন্য আপনি আমার সঙ্গে একমন-প্রাণ হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিন। এটা স্পষ্ট যে, কৃপাময় প্রভু সর্বদা আপনার প্রতি নজর রাখছেন, তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করে সুখলাভ করুন এবং প্রতিটি অবস্থাতেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকুন।

আমি শ্রী...............সহিষ্ণুতা এবং বীরত্বের প্রশংসা করে থাকি। ঈশ্বর তাকে সুন্দর স্বভাব দান করেছেন এবং তার অভিসন্ধি প্রশংসনীয়, কিন্তু তার মধ্যে এখনও কিছু সাংসারিক বাসনা এবং যথেষ্ট ছেলেমানুষি রয়েছে। ভগবান কৃপা করে যে কষ্টের মধ্যে ওকে ফেলেছেন, আমার বিশ্বাস, এতে তার মঙ্গলই হবে এবং তিনি নিজের যথার্থ স্থিতি বুঝতে পারবেন। এই ঘটনার প্রতি লক্ষ রেখে তার উচিত সবকিছু থেকে নিজের বিশ্বাস কুড়িয়ে নিয়ে ঈশ্বরের ওপর তা স্থাপন করা। কেবলমাত্র তিনিই সর্বত্র তার সঙ্গী। ঈশ্বর-চিন্তা যত বেশি সম্ভব, করা উচিত, বিশেষ করে কোনো বড় বিপদে পড়লে তো তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর জন্য নিজের হৃদয়কে কিছুটা ভগবদ্মুখী করে তোলা উচিত। সৈনিকদের প্যারেড বা যুদ্ধের সময়, যখন হাতে তলোয়ার থাকে, কিছুটা ঈশ্বরের চিন্তা বা ঈশ্বরের কিঞ্চিৎ মানসিক উপাসনাকে তারা বড় আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন ; ফলে বিপদের সময় সৈনিকের উৎসাহ হ্রাস পাওয়ার বদলে তা বৃদ্ধি পায় এবং সৈনিকের কাছে তা কবচরূপে প্রতিভাত হয়।

তাই আপনি তাকে বিশেষভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করতে বলুন। এই সুলভ এবং পবিত্র অভ্যাসকে তার ধীরে ধীরে বাড়ানো উচিত। মানসিক উপাসনাকে শিশুদের মতো দিনের মধ্যে বারবার অভ্যাস করতে বলুন, এর চেয়ে সহজ কোনো উপায় নেই এবং অন্য কেউ তা জানতেও পারে না। আমি এখানে যে

বিধি জানিয়েছি, আপনি তাকে অনুগ্রহ করে সেভাবেই ঈশ্বরের চিন্তা করার জন্য বলুন। আপনি জানেন, একজন সৈনিকের জীবন সর্বদা বিপদসংকুল হয়ে থাকে। তাই এই নিয়মাবলী তার পক্ষে খুবই উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয়। আমি আশা করি, ঈশ্বর তার এবং তার পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সাহায্য করবেন, যার জন্য আমি এভাবে নিজের সেবা উৎসর্গ করছি। ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনাদের সবার—

[৪]

ঈশ্বরের সঙ্গে সান্নিধ্যের অনুভূতি থেকে আমাদের সংঘের এক সদস্য যে প্রশংসনীয় লাভ এবং নিরন্তর শক্তি পেয়েছেন সেই বিষয়েই আজ আপনাদের বলব। আমাদের দুজনকেই এর থেকে শিক্ষালাভ করতে হবে।

এই সদস্যের দীক্ষিত হওয়ার পর চল্লিশ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ওঁর একটিই মাত্র চিন্তা যে, 'আমি সবসময় ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করব এবং এমন কোনো কাজ করব না, এমন কোনো কথা বলব না বা এমন কোনো বিষয়ে চিন্তা করব না যাতে, তিনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হন।' ওঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশুদ্ধ অনুরাগ লাভ করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই ; আর ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অনুরাগ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তা কমই হবে।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের ভাবে তিনি এতই নিমগ্ন থাকেন যে, প্রতিটি অবসরেই তাঁর সহায়তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেয়ে যান। তিরিশ বছর থেকে তো তিনি সর্বদা আনন্দমগ্ন থাকেন এবং কখনও কখনও এতটা বিভোর হয়ে উঠেন যে বাধ্য হয়ে তাঁকে এই প্রেমের জোয়ারকে রোধ করার চেষ্টা করতে হয় এবং তা করার জন্য তাঁকে এমন উপায় বের করতে হয়, যাতে অন্য কেউ এই বিষয়ে জানতে না পারেন।

যদি কখনও ভগবৎ অনুভূতি থেকে তাঁর মন কিঞ্চিৎ সরে আসে তখন ঈশ্বর সহসা তাঁর মনকে পুনরায় নিজের প্রতি আকর্ষিত করে নেন এবং তা প্রায় তখনই হয়ে থাকে, যখন তিনি বাইরের কোনো কাজে নিমগ্ন হয়ে থাকেন। তাঁর আন্তরিক সংকেতকে তিনি পূর্ণ অনুরাগের সঙ্গে স্বাগত জানিয়ে থাকেন।

ফলে, হয় তাঁর হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়ে থাকে অথবা বিনয় এবং প্রেম-ভালোবাসায় মন আপ্লুত হয় অথবা নিজের প্রেম ভাবনাকে তিনি এভাবে প্রকাশ করেন—'হে ঈশ্বর ! আমি তো কেবল আপনাতেই অনুরক্ত। দয়াল ! আপনি আমাকে আপনার অনুগত করে নিন।' এরপর তাঁর অনুভব হতে থাকে যে, প্রেমময় প্রভু তাঁর এই আহ্বানকে সানন্দে অনুমোদন করেছেন এবং তাঁর অন্তঃস্থলে পুনরায় এসে বিরাজ করেছেন। পুনঃ পুনঃ এরূপ অনুভূতি লাভে তাঁর এরকম একটি দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছে যে তিনি সবসময়ই নিজের হৃদয়ে প্রভুর দর্শন করে থাকেন এবং কোনো কারণেই তার মনে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হয় না।

পূর্ণনিধি ভগবানকে এই ভাই সদাসর্বদা নিজের হৃদয়ে অনুভব করে থাকেন। এর দ্বারা তাঁর সন্তোষ এবং শান্তিজনিত সুখের অনুমান আপনি করতে পারবেন না। নিজের হৃদয়ের ভেতর চিন্তামণিকে উপলব্ধি করে ইনি চিন্তামুক্ত হয়ে যতটা অধিক সুখ লাভ করতে ইচ্ছুক হন, কোনো বাধা ছাড়াই তা লাভ করে থাকেন।

ইনি আমাদের অজ্ঞতায় সর্বদা দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন এবং প্রায়ই বলে থাকেন যে, 'তোমরা তো সত্যি সত্যিই দয়ার পাত্র যারা তুচ্ছ জাগতিক বস্তু লাভ করে সন্তোষ লাভ করে থাকো। ভাই ! ঈশ্বর তো আমাদের অনন্ত ধনরাশির অধিকারী করতে চান কিন্তু আমরা নিজেদের নিকৃষ্ট চিন্তাধারা থেকে তাঁর কাছে কেবল ক্ষণভঙ্গুর জিনিসই কামনা করে থাকি। কী বিশাল মূর্খতা যে দয়ার সাগর ভগবানের অজস্র কৃপা প্রবাহকে আমরা এভাবেই রুদ্ধ করে দিই ! ঈশ্বর যখন কোনো প্রাণীর মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার লক্ষণ দেখতে পান তখন তাকে কৃপাবর্ষণের দ্বারা তৃপ্ত করে দেন। তাঁর কৃপা তখন সেই ব্যক্তির উপর এত প্রবলভাবে বর্ষিত হতে থাকে, যেন তা প্রবল প্রতিবন্ধকতার ফলে এতদিন রুদ্ধ ছিল এখন পথ পেয়ে উদ্দাম বেগে প্লাবিত হচ্ছে !

আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপার গতিবেগ যে রুদ্ধ হয়ে আসে তার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, কারণ আমরা তাঁকে গ্রাহ্যই করি না। যাই হোক, এতদিন পর্যন্ত যা হবার তা হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্য আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। তাঁর কৃপার প্রবাহকে আমাদের খোলা মনে স্বাগত জানাতে হবে

এবং এই কৃপামার্গে কোনও প্রকারের বাধা সৃষ্টি করা চলবে না ; বরং আত্মানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎকৃপার মার্গে স্থিত থেকে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে দৃঢ়তার সঙ্গে উন্মূলন করতে হবে। প্রভুর কৃপা লাভ করার জন্য আমাদের নিজ হৃদয়কে শুদ্ধ করতে হবে। যে অমূল্য সময় আমরা এতদিন অপচয় করেছি, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে। কেননা, কে বলতে পারে, আমাদের জীবনের আয়ু হয়তো শেষ হয়ে এসেছে, মৃত্যু হয়তো আমাদের গ্রাস করার জন্য উদ্যত হয়ে রয়েছে। তাই মৃত্যু আসার পূর্বেই আমাদের আসল কাজ সেরে নিতে হবে। **ভাই ! মৃত্যুর হাত থেকে তো আমরা বাঁচতে পারি না, একদিন তো মরতেই হবে। ঈশ্বরের কৃপার অনুভূতি বিনা যদি আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হয় তাহলে এ ব্যর্থতার আর কোনো উপায় থাকবে না।**

আমি পুনরায় বলব যে আমাদের খুবই তাড়াতাড়ি আত্মানুসন্ধানে নিয়োজিত হতে হবে। কেননা সময় বয়ে চলেছে, বিলম্ব করার কোনো কারণ নেই, মৃত্যুর থাবা কখন গ্রাস করবে, ঠিক নেই। আমি আশা করছি, এরপর আপনি যথেষ্ট সাবধান হবেন এবং মৃত্যুর সময় আপনাকে কোনোরকম অনুতাপ করতে হবে না। আমি আপনাকে যে কথা লিখছি, এটা নিতান্তই প্রয়োজন। আমাদের দৃঢ়চিত্ত হয়ে লেগে পড়তে হবে। কেননা আধ্যাত্মিক জীবনে যদি আমরা অগ্রসর না হই, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে আমরা পতনের অভিমুখে চলেছি। যিনি আত্মানুভূতির বিন্দুমাত্র সুখলাভ করেছেন, সেই ভাগ্যশালী প্রাণী ঘুমের মধ্যেও উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে চলেন। আমাদের আত্মা যদি দুঃখ এবং ক্লেশে আন্দোলিত হয় তাহলে আমাদের হৃদয়ে যে ঈশ্বর বিরাজ করেন, তার কাছে সেটি নিবেদন করা উচিত। তিনি শীঘ্রই আমাদের মনে শান্তি প্রদান করবেন।

এই সদ্ভাবগুলো আপনাদের সামনে উপস্থিত করার জন্য আমি এই সাহস করছি যে, আপনি আপনার সম্ভাবনার সঙ্গে এই কথাগুলি মিলিয়ে দেখতে পারেন। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর না করুন, যদি আপনার ভাবনা শিথিল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এটি সদ্ভাবনাগুলিকে জাগ্রত এবং প্রজ্বলিত করে তুলতে সাহায্য করবে ; কারণ এই সব ভাবনা লুপ্ত হয়ে যাওয়াটাই হল একটা বিরাট

দুর্ভাগ্যের পরিচয়। যে উৎসুকতার সঙ্গে আমরা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম, তা আমাদের দুজনকেই পুনরায় স্মরণ করতে হবে এবং এই সদস্যের জীবনী এবং সম্ভাবনা থেকে আমাদের উপকৃত হতে হবে। তাকে জগতে খুব কম লোকই জানে, কিন্তু প্রভুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে এবং প্রভুও তাকে খুবই ভালোবাসেন। আমি আপনার উন্নতির জন্য সবসময় প্রার্থনা করি, আপনিও আমার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করুন। ইতি—ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার...............

[৫]

এক বোনের পাঠানো দুইটি বই এবং একটি চিঠি আজ পেয়েছি। এই বোন দীক্ষিত হওয়ার জন্য উৎসুক, এরজন্যই সে আপনার ধর্মসংঘের বিশেষ করে স্বয়ং আপনার শুভাশীর্বাদের আকাঙ্ক্ষিণী এবং তার উপর সে নির্ভর করে আছে। এ কথা তার চিঠি থেকে স্পষ্ট ধ্বনিত হয়। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি একে আপনার শুভাশীর্বাদ ও শুভকামনা থেকে বঞ্চিত করবেন না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন সে ভগবৎ-প্রীতিকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্যবিন্দু স্থির করে নিয়ে আত্মোৎসর্গ করে তথা সম্যক্‌ভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত থাকার সংকল্প গ্রহণ করে। এই বোনটি যে দুটো বই পাঠিয়েছেন, তার থেকে একটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব, ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতার বিষয়েই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আমার বিচারে এটা এমন একটি বিষয় যার মধ্যে সমস্ত আধ্যাত্মিক জীবনের সমাবেশ সহজেই ঘটে যায়। যিনিই নিয়ম মেনে তদনুসারে অভ্যাস করবেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর জীবন আধ্যাত্মিকতায় ভরে উঠবে।

আমি জানি এর সম্যক্ অভ্যাসের জন্য হৃদয় থেকে সমস্ত কামনাকে ত্যাগ করা আবশ্যক, কারণ ঈশ্বর কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভূত হন, যতদিন পর্যন্ত মন বাসনা-কামনায় ভরে থাকে, সেখানে কদাপি তাঁর অনুভূতি সম্ভব নয়। ঈশ্বরের সাম্রাজ্য হৃদয়ে তখনই স্থাপিত হয়, যখন আমরা নিজেদের হৃদয়কে বাসনারহিত করে একমাত্র তাঁরই জন্যই তা উন্মুক্ত করে দিই।

সংসারে সেই জীবনই মধুর এবং আনন্দবর্ধক, যেখানে নিরন্তর ঈশ্বরের

সঙ্গে বার্তালাপ হয়ে থাকে। এ ধরনের জীবনের তুলনায় অন্য সমস্ত প্রকার জীবন তুচ্ছ এবং সারহীন। এই কথা ভালোভাবে তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন যিনি এই ধরনের জীবন গড়ে তোলার অভ্যাসের দ্বারা তা অনুভব করেছেন। তবু কেবল সুখানুভূতির জন্য এরূপ অভ্যাস করার পরামর্শ আমি আপনাদের দেব না। এ ধরনের জীবন গড়ে তোলার জন্য আমাদের অবশ্যই অভ্যাস করতে হবে, তবে তা সুখের অনুসন্ধানের জন্য নয়, বরং বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এতে সংলগ্ন হতে হবে এবং এটা এই জন্যই করতে হবে কারণ স্বয়ং ঈশ্বর তাই চান।

যদি আমি উপদেষ্টা হতাম তাহলে আমি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের প্রক্রিয়াকে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দেবার চেষ্টা করতাম। আর যদি আমি পথপ্রদর্শক হতাম তাহলে সমস্ত বিশ্ববাসীকে এতেই নিরত থাকার জন্য অনুমতি প্রদান করতাম, কারণ এটাকে আমি অত্যাবশ্যক এবং সুগম বলে মনে করে থাকি।

আমরা যদি কদাচিৎ এ উপলব্ধি করতে পারতাম যে, ঈশ্বরের সাহায্য এবং সহায়তা আমাদের কতটা আবশ্যক তাহলে আমরা কখনও এক মুহূর্তের জন্যও তাকে ভুলতে পারতাম না। আপনি আমার কথা শুনুন এবং এই মুহূর্ত থেকে দৃঢ় নিশ্চয় করুন যে, এখন থেকে তাঁকে জেনেশুনে কখনও বিস্মৃত হবেন না এবং জীবনের শেষদিনগুলো পতিতপাবন ভগবানের সান্নিধ্যলাভের জন্যই ব্যয় করবেন। যদি তাঁর ইচ্ছা হয় যে, তাঁর প্রতি ভালোবসার জন্য আপনাকে অন্য সমস্ত সুখ এবং আশ্বাসন থেকে বঞ্চিত করা হবে, তাহলে আশা করি আপনি তা সানন্দে অনুমোদন করবেন।

ঈশ্বরের প্রতি এই ধরনের সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে আপনি যদি নিজের কর্তব্য ভেবে অভ্যাস করেন, তাহলে বিশ্বাস করুন আপনি অল্পদিনের মধ্যেই এর প্রভাব উপলব্ধি করতে পারবেন। আর আমি আমার ক্ষুদ্র প্রার্থনা এবং শুভকামনা দ্বারা নিরন্তর আপনাকে সাহায্য করতে থাকব। আমি নিজেকে আপনার এবং আপনার ধার্মিক সংঘের সেবায় অর্পিত করছি, কেননা আমি আপনার ধার্মিক সংঘের— বিশেষ করে আপনারই। ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার—

....আপনি যে জিনিস শ্রীমতী........হাতে আমার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তা আমি পেয়ে গিয়েছি। আমি আপনাকে একটি ছোট্ট বই পাঠিয়েছিলাম, নিশ্চয় পেয়ে গিয়েছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় আপনি বইটির বিষয়ে আপনার কোনো মতামত আমাকে আজ পর্যন্ত জানাননি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি আপনার এই বৃদ্ধাবস্থায় ভগবানকে সন্নিকটে অনুভব করার জন্য উৎসাহের সঙ্গে কর্মে প্রবৃত্ত হবেন। এই ভেবে নিরাশ হবেন না, এই বয়সে এখন কী হবে ! দেখুন, সারাদিনের শেষে পথভোলা পথিক যদি সূর্যাস্তের সময় বাড়ি ফিরে আসে তবে তাকে পথ ভ্রষ্ট বলা যায় না। তাই আপনিও নিরুৎসাহ হবেন না।

সত্যি সত্যি আমি এটা কল্পনাও করতে পারি না কি একজন ধার্মিক ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বরের সন্নিকটে অনুভব না করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। আমি নিজের কথা বলছি, যত বেশি সম্ভব, আমার মনকে সবদিক থেকে সরিয়ে এনে একমাত্র তাতেই নিয়োজিত করে তাঁর সঙ্গেই থাকার ইচ্ছা পোষণ করি। আর এভাবে যখনই তাঁর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি, ভয় নিজে থেকেই পলায়ন করে। ঈশ্বরের সঙ্গে কিঞ্চিৎমাত্র বিচ্ছেদও আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

এভাবে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে লাভ করার যে প্রচেষ্টা তাতে শরীরে কোনো প্রকারের শ্রম হয় না। সাংসারিক সুখভোগ—তা যতই নির্দোষ এবং ধর্মসম্মত হোক না কেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দেহকে তা হতে দূরে রাখা উচিত। কারণ ঈশ্বর কখনও চান না, যে পুরুষ তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে আসক্ত হওয়ার কামনা করে, সে তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো সুখভোগে রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করুক। এই কথাটা কি যুক্তিসঙ্গত নয় ?

আমার বলার অর্থ কখনও এই নয় যে, বাহ্য সংযমের কঠোর বাঁধনে নিজেকে শৃঙ্খলিত করে রাখা। বরং আমার অভিষ্ট হল ঈশ্বরের আরাধনা নিষ্কামভাব রেখে একাগ্রতার সঙ্গে করা। যখনই আমাদের মন ভগবান থেকে পৃথক হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করবে তখনই আমাদের উচিত

বিক্ষুব্ধ বা চঞ্চল না হয়ে শান্তির সঙ্গে মনকে ধরেবেঁধে পুনরায় তাঁর পাদপদ্মে অর্পণ করা।

ঈশ্বরের ওপর আমাদের অনন্য শ্রদ্ধা হবে, এর জন্য অন্য সমস্ত রকম চিন্তাভাবনা থেকে আমাদের মনকে পুরোপুরি মুক্ত করে নেওয়া উচিত। বাইরের বাহ্যিক আচার-ব্যবহার—যা মানুষের হৃদয়কে প্রায়ই আচার-সর্বস্ব করে তোলে, তা আপাতত দেখতে খুব চাকচিক্যময় মধুর বলে মনে হয়—এ থেকে দূরেই থাকতে হয়। কারণ এই সমস্ত সাধনপ্রণালী তো তাঁকে লাভ করার জন্যই আর যখন তাঁর সান্নিধ্যলাভ হেতু আমরা তাঁকেই আমরা লাভ করি—যা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাহলে এই সমস্ত বাহ্যিক সাধনপ্রণালীর আর আবশ্যকতা কোথায় ! আন্তরিক বিভিন্ন ভাবের দ্বারা কখনও ঈশ্বরের স্তুতি, কখনও আরাধনা এবং আরাধনার অভিলাষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করে ধন্যবাদের সঙ্গে কৃতজ্ঞতাসহ আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকব এবং তাতেই রমণ করব।

এই অভ্যাসে যদি আপনার সামনে কোনোরকম বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহলে হতাশ হবেন না, এই বাধাকে নিজের আত্মশক্তি দ্বারা কাটিয়ে উঠুন। শুরুতে সাধক প্রায়ই এরকম ভাবেন যে, সে কিছুই করতে পারবে না আর তার ফলে এভাবে তার কেবল বৃথা সময় নষ্ট হয়। কিন্তু আপনি অবশ্যই দৃঢ়তাপূর্বক এই পথে অগ্রসর হতে থাকুন এবং কোনোরকম বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হলেও আমৃত্যু নিরন্তর প্রযত্নশীল থাকা নিশ্চিত করুন। আমি আপনার ধার্মিক সংঘের এবং বিশেষ করে আপনার জন্য সবসময় প্রার্থনা করব। ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার—

[৭]

সত্যি সত্যিই আমার আপনার ওপর দয়া হয়। যদি আপনি আপনার ব্যবসার দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব শ্রীমান .....ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের জীবনের শেষ দিন কয়টি ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন তাহলে তা হবে অত্যন্ত উত্তম। ভগবান আপনার কাছ থেকে খুব কঠিন কোনো জিনিস চান না। তিনি শুধু এটুকুই আশা করেন যে, আপনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে কখনও কখনও প্রেমপূর্বক স্মরণ করবেন, তাঁর একটু পুজো করবেন, মাঝেমধ্যে তাঁর

কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা করবেন, মাঝে মধ্যে নিজের দুঃখের কথা ভগবানের কাছে নিবেদন করবেন এবং বিপদে-আপদে তিনি আপনাকে যে অনুগ্রহ করেন, তারজন্য কখনও কখনও তাঁকে ধন্যবাদ দেবেন এবং একমাত্র ঈশ্বরেই অধিক থেকে অধিক সুখ-শান্তি লাভে প্রয়াসী হবেন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে থাকার সময় বা ভোজন করার সময় আপনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা অনুভব করবেন। মনে রাখবেন অল্প সময়ের জন্য প্রেমপূর্বক তাঁর নাম স্মরণ করাকে প্রভু খুবই মূল্যবান মনে করেন। তাকে জোরে জোরে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই, তিনি আমাদের এত নিকটে রয়েছেন যে, আমরা তার কল্পনাও করতে পারি না।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের জন্য আমাদের সবসময় গির্জায় যেতে হবে সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা আমাদের নিজেদের হৃদয়কেই মাঝেমধ্যে গির্জায় পরিণত করে সেখানে বিরাজমান ঈশ্বরের সঙ্গে বিনয়পূর্বক বাক্যালাপ চালাতে পারি। তাঁর সঙ্গে এভাবে নিঃসঙ্কোচ বার্তালাপ তো সবাই করতে পারেন। এটা আলাদা কথা যে, ভগবৎপ্রেমের তারতম্যে কেউ কেউ প্রভুর সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে বার্তালাপ করেন আর কেউ কম। অন্তর্যামী ভগবান আমাদের সামর্থ্যের কথা ভালোভাবেই জানেন। প্রিয়বর ! অবিলম্বেই আপনি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করুন। পতিতপাবন ভগবান আমাদের কাছ থেকে একটা জিনিসই চান যে, খুবই শীঘ্রই আমরা তাঁর শরণ গ্রহণ করি এবং নিরুৎসাহ না হই। ভেবে দেখুন, এই সংসারে আমার এবং আপনার জীবনের সামান্যই অবশেষ আছে, আমরা দুজনেই বুড়ো হয়েছি, তাই এখন একমাত্র তিনিই আমাদের জীবন-মরণের সাথী হওয়া উচিত। **ভগবান আমাদের সঙ্গে থাকলে রোগ-শোকও আমাদের কাছে মধুর এবং সুখকর হয়ে ওঠে এবং তিনি ব্যতীত মহান থেকে মহান সুখও আমাদের জীবনে কেবল যন্ত্রণা বহন করে আনে**। আসুন আমরা সর্বদা ঈশ্বরের কৃপা এবং দয়া অনুভব করি আর তাকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাই।

ভগবানের উপাসনা তথা তাঁর কৃপা প্রার্থনা করার অভ্যাস করুন। কাজ করার সময় মাঝেমধ্যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রতিমুহূর্তে, ভগবানকে নিজের হৃদয়ে দর্শন করুন। সংকুচিত হয়ে নিজেকে বাধানিষেধের শিকড়ে জড়িয়ে

ফেলবেন না বরং তাঁর ওপর নির্ভর করে পুরোপুরি বিশ্বাস রেখে বিনয় এবং প্রেমপূর্বক জীবনযাপন করুন। আমি আপনার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি। আমি তো আপনার একজন দাস মাত্র। ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার—

[৮]

(প্রার্থনার সময় মনে একাগ্রতা না আসা বিষয়ে)

ভাই! আপনি আমাকে কোনো নতুন কথা বলেননি। কেবলমাত্র আপনার মনই চঞ্চল হয়েছে, তা তো নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই মন স্বভাবতই চঞ্চল। কিন্তু আত্মবল তো আমাদের মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রক, তার দ্বারা মনকে বশ করে নিয়ে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করা উচিত। ভগবানই মনের একমাত্র অন্তিম বিশ্রামস্থল অর্থাৎ ভগবানের মধ্যেই মানুষের জীবন কৃতার্থতা লাভ করে।

প্রারম্ভিক অবস্থায় যখন আমরা প্রার্থনা করার জন্য একান্তে বসি তখন আমাদের মন আমাদের বশে থাকে না বলে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিষয় ভোগের চিন্তায় লিপ্ত হয়ে থাকে। এর কারণ হল, আমরা এর আগে কখনো মনকে বশ করার জন্য কোনোরকম চেষ্টাই করিনি। দ্বিতীয়তঃ রাশ ছেড়ে দেবার ফলে বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকার কু-অভ্যাস গড়ে ওঠায় সহজে এর থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

এর থেকে মুক্তি পাবার সরল এবং অমোঘ উপায় আমি জানি। তা হল নিতান্ত অকপট এবং দীনতার সঙ্গে ঈশ্বরের সামনে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া এবং সব সময় বিনম্র থাকা। প্রার্থনা করার সময় শব্দের আড়ম্বর সৃষ্টির উপদেশ আমি কখনও আপনাদের দেব না। কারণ প্রার্থনার সময় যখন বাকচাতুর্যের মোহে আবিষ্ট হয়ে বিশাল স্তুতি পাঠে নিজেকে নিয়োজিত করে তোলার চেষ্টা করি, তখন আমাদের মন কখন যে অভিষ্ট লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায় ! প্রার্থনার সময় ভগবানের সামনে নিজেকে এভাবে ভাবতে হবে—আমি যেন এক মূর্খ এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভিক্ষুক। অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় এক পরম দয়ালু ধনী ব্যক্তির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার সামনে একটিই কাজ, তা হল নিজের মনকে সমস্ত জায়গা থেকে কুড়িয়ে এনে একমাত্র

ফেলবেন না বরং তাঁর ওপর নির্ভর করে পুরোপুরি বিশ্বাস রেখে বিনয় এবং প্রেমপূর্বক জীবনযাপন করুন। আমি আপনার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি। আমি তো আপনার একজন দাস মাত্র। ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার—

[৮]

(প্রার্থনার সময় মনে একাগ্রতা না আসা বিষয়ে)

ভাই! আপনি আমাকে কোনো নতুন কথা বলেননি। কেবলমাত্র আপনার মনই চঞ্চল হয়েছে, তা তো নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই মন স্বভাবতই চঞ্চল। কিন্তু আত্মবল তো আমাদের মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রক, তার দ্বারা মনকে বশ করে নিয়ে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করা উচিত। ভগবানই মনের একমাত্র অন্তিম বিশ্রামস্থল অর্থাৎ ভগবানের মধ্যেই মানুষের জীবন কৃতার্থতা লাভ করে।

প্রারম্ভিক অবস্থায় যখন আমরা প্রার্থনা করার জন্য একান্তে বসি তখন আমাদের মন আমাদের বশে থাকে না বলে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিষয় ভোগের চিন্তায় লিপ্ত হয়ে থাকে। এর কারণ হল, আমরা এর আগে কখনো মনকে বশ করার জন্য কোনোরকম চেষ্টাই করিনি। দ্বিতীয়তঃ রাশ ছেড়ে দেবার ফলে বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকার কু-অভ্যাস গড়ে ওঠায় সহজে এর থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

এর থেকে মুক্তি পাবার সরল এবং অমোঘ উপায় আমি জানি। তা হল নিতান্ত অকপট এবং দীনতার সঙ্গে ঈশ্বরের সামনে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া এবং সব সময় বিনম্র থাকা। প্রার্থনা করার সময় শব্দের আড়ম্বর সৃষ্টির উপদেশ আমি কখনও আপনাদের দেব না। কারণ প্রার্থনার সময় যখন বাকচাতুর্যের মোহে আবিষ্ট হয়ে বিশাল স্তুতি পাঠে নিজেকে নিয়োজিত করে তোলার চেষ্টা করি, তখন আমাদের মন কখন যে অভিষ্ট লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়! প্রার্থনার সময় ভগবানের সামনে নিজেকে এভাবে ভাবতে হবে—আমি যেন এক মূর্খ এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভিক্ষুক। অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় এক পরম দয়ালু ধনী ব্যক্তির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার সামনে একটিই কাজ, তা হল নিজের মনকে সমস্ত জায়গা থেকে কুড়িয়ে এনে একমাত্র

ভগবানের সন্নিকটে অবস্থান করা। তবুও যদি আপনার মন পূর্বের অভ্যাস হেতু এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে থাকে তবে আপনাকে তার জন্য বিশেষ চিন্তিত হতে হবে না, কেননা ক্ষোভ এবং বিষাদ মনকে বশে আনার চেয়ে বরং আরও বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। বরং আত্মবলের দ্বারা নিজের মনকে পুনরায় শান্তিপূর্বক ফিরিয়ে এনে ভগবানের পায়ে নিবেদন করতে হবে। এভাবে আপনি যদি নিরন্তর দৃঢ়তার সঙ্গে অভ্যাস করেন তাহলে ভগবানের কৃপা নিশ্চয় আপনার ওপর বর্ষিত হবে। প্রার্থনার সময় মনকে বশে রাখার আরও একটি উপায় রয়েছে, তা হল এই যে, অন্য সময়ও আমাদের সাবধান থাকতে হবে। দেখতে হবে যে মন কোনো বিষয়ে চিন্তামগ্ন নয় তো ! যখন আপনি বুঝতে পারবেন মন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে তখনই তাকে বুঝিয়ে ফেরাতে হবে, ভগবানের চরণে নিয়োজিত করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা যখন ভগবদ্চিন্তন বেড়ে যাবে তখন প্রার্থনা করার সময়ে মনকে স্থির রাখতে আপনার কোনোরকম অসুবিধে হবে না। আর যদি কখনও মন বিষয় চিন্তায় মগ্ন হয়, তবে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনতে খুব একটা অসুবিধে হবে না ; কেননা ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের অনুভূতি থেকে যে পরম সুখ লাভ হয়, তার কিছুটা আস্বাদ তো আপনি পেয়েই গিয়েছেন।

'ভগবান আমাদের অত্যন্ত নিকটে রয়েছেন'—এই অনুভূতিকে পুনঃ পুনঃ জাগিয়ে রাখাতে যে লাভ এবং সুখ আপনি পাবেন, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে আমার পূর্বের চিঠিপত্রে বিস্তারিতভাবে লিখেছি। আমাদের এখন এই অভ্যাসে বিশ্বাসী হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে সংলগ্ন হওয়া উচিত এবং সদা একে অপরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত। ইতি। আপনার—

[৯]

প্রিয়বর ! এই চিঠির সঙ্গে যে পত্রটি রয়েছে তা আপনি অনুগ্রহ করে শ্রীমতী...... কে দিয়ে দেবেন। এই চিঠি আমি ওঁর পত্রের উত্তরে লিখেছি। সত্যি সত্যিই তাঁর হৃদয় বড় পবিত্র এবং কোমল, তবে তাঁকে খুবই অধীর বলে মনে হয়, ভগবানের কৃপালাভ ছাড়াই তিনি আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চান। আপনিই ভেবে দেখুন, পলকের মধ্যে কি কেউ ধার্মিক হয়ে উঠতে পারে ?

আমি তাঁকে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে অনুরোধ করছি। প্রিয়বর ! আমাদের উচিত সৎ-পরামর্শের দ্বারা একে অপরকে সাহায্য করা। এর চেয়েও উত্তম কথা হবে যদি আমরা সংসারের কাছে এক আদর্শ জীবনের উদাহরণ তুলে ধরতে পারি। নিজের আদর্শ আচরণের দ্বারাই আমরা নিজের এবং অপরের মঙ্গলসাধন করতে পারি, অন্যথা তা সম্ভব নয়। এই বোনের সম্বন্ধে আপনি মাঝেমধ্যে অনুগ্রহ করে তাঁর সাধন-ভজন সঠিকভাবে চলছে কিনা, তা আমাকে জানাতে থাকবেন।

আমাদের একথাটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে, আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-ভালোবাসা। এ ছাড়া আর কিছুই নেই, বাকি সবই নিরর্থক এবং মূর্খতাপূর্ণ। ভেবে দেখুন, আপনার এবং আমার দীক্ষিত হওয়ার আজ চল্লিশ বৎসর হতে চলল। যে ভগবান তাঁর প্রেম ভালোবাসার দ্বারা আমাদের আশ্রমে ডেকে নিয়ে সাধন-ভজনের পূর্ণ সুযোগ দান করেছেন, আমরা কি সত্যিই সেই ভগবানের আরাধনায় জীবনের চল্লিশটি বছর ব্যয় করেছি ? একদিকে তিনি আজ পর্যন্ত আমার জীবনে অশেষ কৃপাবর্ষণ করেছেন এবং এখনও অবিরত করে চলেছেন ; অপরদিকে আমি সেই কৃপার অপব্যবহার করেছি তবুও তাঁর সান্নিধ্যলাভে যে তিলপরিমাণ অগ্রগতি লাভ করেছি তা দেখে আমার মনে ভীষণ লজ্জা এবং গ্লানি উপস্থিত হয়।

ঈশ্বরের কৃপায় জীবনের আরও কিছু দিন আমরা লাভ করেছি। ব্যস, অত্যন্ত তৎপরতাপূর্বক দৃঢ়তার সঙ্গে বাকি দিনগুলোকে আমাদের তাঁর প্রতি ভালোবাসায় এবং চিন্তায় এভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে যাতে অতীতের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ধুয়েমুছে যায়। তিনি আমাদের ভুলে যান, একথাটা সত্য নয়। তিনি তো বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণ এবং আমাদের আলিঙ্গন করার জন্য সব সময় তৈরি হয়েই রয়েছেন। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার জন্য অন্য সমস্ত কিছুই উদারতার সঙ্গে পরিত্যাগ করা উচিত। ভগবৎপ্রেমের জন্য আমরা যা কিছুই করি না কেন তা অকিঞ্চিৎকর হবে। সদা সর্বদা এবং সর্বত্র আমরা কেবল তাঁর চিন্তাই করব এবং তাঁর ওপর বিশ্বাস যেন আমাদের জীবনের ধ্রুবতারায়

পরিণত হয়। ঈশ্বরে অনন্য প্রেম জাগ্রত হলে আমরা তার কৃপারূপী অতুল ধনরাশি দ্বারা শীঘ্রই ধন্য হব। আমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ঘটবে যে, ভগবানের কৃপালাভের দ্বারাই আমরা প্রতিটি শুভকাজই সহজে সুসম্পন্ন করতে পারব। তা নাহলে শুধুমাত্র পাপ করা ছাড়া আমাদের দ্বারা আর কিছুই হবে না।

মিত্রবর ! এই সংসার কেবল দুঃখালয়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনই আপদে-বিপদে ঘেরা। এইসকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হল ঈশ্বরের শরণাগতি। তাই প্রভুর শরণলাভের জন্য আমাদের সর্বদা তাঁর কাছে প্রার্থনা করা উচিত। সত্যিকারের প্রার্থনা তখন হবে, যখন আমরা তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে পারব আর তা তখনি সম্ভব যখন আমরা ঈশ্বরের চিন্তায় আরও গভীরভাবে নিজেদের নিয়োজিত করে তুলব। আমাদের পবিত্র আচরণ এবং নির্লোভ মনোভাব দ্বারাই ভগবানের চিন্তার প্রতি স্বাভাবিক অভিরুচি সম্ভব হতে পারে। আপনি বলতে পারেন আমি সবসময় একই কথা বলছি। কথাটি ঠিকই, কিন্তু আমার কাছে এটাই সবচেয়ে উত্তম এবং সুগম পথ, কারণ আমি সর্বদা এই পথই অবলম্বন করেছি এবং সুখ আর আনন্দ লাভ করেছি। সেইজন্যই বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীকুলকেই আমি এই পথে চলার পরামর্শ দান করতে চাই। এ ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। সংসারে ভালোবাসার মতো যদি কোনো কিছু থেকে থাকে তো তা হল ঈশ্বর। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম করার আগে তাঁর পরিচয় জানা বিশেষ প্রয়োজন কারণ, না জেনে প্রেম সম্ভব নয়। ভাই ! এই পরিচয় তখনই হওয়া সম্ভব, যখন আমরা ঈশ্বরের চিন্তায় আরও বেশি সময় নিজেদের মগ্ন রাখব। প্রেম হওয়ার পর তো চিন্তন আপনা থেকেই হয়ে যাবে কারণ তখন আমাদের হৃদয় নিজের প্রেমাস্পদ প্রভুর চিন্তায় সবসময় নিমগ্ন থাকে ; ঈশ্বরকে ক্ষণিকের জন্যও ভুলে যায় না। আমি আশা করছি আমার যুক্তি বিচার-বিবেচনা করে আপনি আনন্দের সঙ্গে একে সমর্থন করবেন। ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার ....

[১০]

অতিশয় দ্বিধাকুল চিত্তে আজ আমি শ্রীমানকে এই চিঠি লিখছি এইজন্য যে, আপনি এবং শ্রীমতী ......এইজন্য খুবই অনুরোধ করেছিলেন। অনুগ্রহ

করে এর ওপর ঠিকানা লিখে তাঁকে ডাকে পাঠিয়ে দেবেন। আপনার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দেখে খুব আনন্দ হয়, ঈশ্বর এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করুন, এটাই তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা। প্রিয়বর ! তাঁর মতো পরম হিতৈষী এবং দয়ালু বন্ধু আমরা দ্বিতীয় আর কোথাও পাব কি ? তিনি আমাদের থেকে অভিন্ন, পরম মিত্র, ইহলোক এবং পরলোকের সত্যিকারের সঙ্গী।

যদি শ্রীমান.......নিজের বন্ধুর মৃত্যুর মধ্যে অমঙ্গল না দেখে মঙ্গল লক্ষ করেন তাহলে তার অনেক লাভ হবে। ওর উচিত ঈশ্বরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। উনি শীঘ্রই এমন একজন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাবেন যিনি পরলোকগত মিত্র অপেক্ষা অধিক দৃঢ় এবং সেবাপরায়ণ হবেন। ঈশ্বর হলেন সর্বোত্তম প্রেরণা প্রদানকারী। তিনি অন্তর্যামী, যেরকম চান সেরকমই সবার হৃদয়ে প্রেরণা দান করেন। এরকম মনে হয়, যেন শ্রীমানের নিজের স্বর্গীয় মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। মিত্রবর ! আমাদের বন্ধুকে তো নিশ্চয় ভালোবাসা উচিত, তবে আমাদের এটাও সবসময় মনে রাখতে হবে যাতে এর ফলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে কোনো রকম প্রভাব না পড়ে।

আপনার মনে থাকতে পারে, আমি আপনাকে একবার বলেছিলাম যে, ঘুমানোর সময়, জাগ্রত অবস্থায়, কার্য করার সময় বা অন্যান্য বিনোদনের সময় আপনি নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তা করবেন। তিনি তো সবসময়ই আপনার সন্নিকটে রয়েছেন, আপনি কখনোই তা থেকে বিমুখ হবেন না। পরম করুণাসিন্ধু ঈশ্বর কখনই আমাদের পরিত্যাগ করতে চান না, তাহলে আমরাই বা কেন তাঁর প্রতি বিমুখ হব ? আপনার কাছে একজন বন্ধু দেখা করতে এলে আপনি তাকে ছেড়ে যদি অন্য কোথাও গমন করেন তাহলে আমার মনে হয় আপনার নিশ্চয়ই কষ্ট হবে। তাহলে ভগবানের মতো পরম সুহৃদই বা কেন অবহেলিত হবেন ? তাঁর প্রতি ক্ষণিকের জন্যও যেন বিস্মৃতি না আসে, তাকে সর্বদা স্মরণ করবেন, পরম শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার সঙ্গে ভগবানের পুজো করবেন এবং ভগবানের সঙ্গেই বাঁচবেন এবং তাঁরই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবেন। এতেই ভগবানের প্রকৃত ভক্তের মহিমা নিহিত রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এমন একটি জীবন গড়ে তোলার জন্যই তো আমরা এই পথে পা দিয়েছিলাম। যদি আজ আমরা সেই পথ বিস্মৃত হই তাহলে পুনরায় তা

স্মরণ করতে হবে এবং এরূপ জীবন গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। আমি আমার শুভকামনার দ্বারা সর্বদা আপনার সেবা করতে থাকব। ভগবানের যোগসূত্রে আপনার—

[১১]

আপনি দুঃখ এবং ক্লেশ থেকে মুক্তি পাবেন, এর জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কখনও প্রার্থনা করি না। আমি তো সেই করুণাময়ের কাছে এই জন্য প্রার্থনা করি যে যতদিন পর্যন্ত তিনি আপনাকে দুঃখ -কষ্টের মধ্যে রাখেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি যেন সেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মতো শক্তি আপনাকে দান করেন। যে প্রভু কৃপা করে আপনার জন্য দুঃখের বিধান রচনা করেছেন, আপনি সেই দয়াময়কে নিকটবর্তী ভেবে সুখের অনুভব করুন। তিনি যেদিনই চাইবেন দুঃখ দূর করে দেবেন। সত্যি সত্যিই সেই সমস্ত মানুষ ভাগ্যবান যাঁরা দুঃখের মধ্যেও ঈশ্বরকে নিকটে অনুভব করেন। আপনাকেও ঠিক সেভাবেই তাঁকে অত্যন্ত সন্নিকটে ভেবে প্রসন্নমনে দুঃখ ভোগ করার অভ্যাস করতে হবে এবং যতদিন পর্যন্ত তিনি আপনাকে দুঃখের মধ্যে রাখবেন, আপনি ততদিন পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে আর কিছু না চেয়ে কেবল হাসিমুখে সেই দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করার শক্তি চেয়ে নেবেন। সাংসারিক লোকরা যদি এই কথা বুঝতে না পেরে থাকে তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছুই নেই, কারণ তাঁরা দেহকেই নিজের স্বরূপ মনে করায় জড় দেহের সুখ-দুঃখেই প্রসন্ন এবং বিষণ্ণ হয়ে থাকে। রোগ এবং ক্লেশকে তারা ঈশ্বরের মঙ্গলবিধান না ভেবে শারীরিক কষ্টে দুঃখী হয়ে হা-হুতাশ করে বাধ্য হয়ে নানা প্রকার যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করতে থাকে ; কিন্তু যাঁরা রোগ-শোককে ভগবানের কৃপাপ্রসাদ বলে মনে করে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে এই সমস্ত কিছুই তো আমাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য ভগবানেরই মঙ্গলময় বিধান ; তাঁরা ভয়ানক রোগ-শোকের মধ্যেও তাঁর আশ্বাসন খুঁজে পান।

কত ভালো হত যদি আপনি বিশ্বাস করতে পারতেন যে ঈশ্বর কোনো না কোনো রূপে সব সময়ই আমাদের কাছে রয়েছেন। সুস্থ অবস্থা থেকেও অসুস্থতার সময়ই তিনি বিশেষ করে আমাদের সন্নিকটে বসবাস করেন।

ভগবানের অতিরিক্ত আপনি অন্য কোনো চিকিৎসকের উপর বেশি ভরসা করবেন না ; কারণ আমার তো মনে হয় আপনার চিকিৎসা ভগবানের হাতেই রয়েছে। তাঁর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখুন আর দেখুন, এতে আপনার স্বাস্থ্যের উপর কতটা সু-প্রভাব পড়ে ! তাঁকে ছেড়ে কেবল ওষুধ-পত্রাদির উপর বিশ্বাস করলে সুস্থ হওয়া অপেক্ষা ক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

অন্যান্য রোগকে দূরে রাখার জন্য আপনি যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করেন, সেই সমস্ত কিছুর সফলতা তো ভগবানের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। ভগবান স্বয়ং যখন আমাদের জন্য দুঃখের বিধান রচনা করেছেন, তাহলে ভাই ! ভগবানের অতিরিক্ত আর কার এমন সামর্থ্য আছে তা থেকে আমাদের রক্ষা করবে ! প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তঃকরণের ময়লা বা কালিমা দূর করার জন্য ভগবানই আমাদের জন্য শারীরিক রোগের বিধান করেছেন। শরীর এবং মনের রোগ-শোক নাশ করার জন্য একমাত্র ভগবানরূপী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে সুখ-শান্তি লাভ করা উচিত।

ঈশ্বর আপনাকে যে কোনো স্থিতিতেই রাখুন না কেন, তাতেই আপনার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আপনি আমাকে যতই অধিক সুখী ভাবুন না কেন, আমি আপনার এই রুগ্নাবস্থাকে কিন্তু ঈর্ষা করে থাকি, কারণ দুঃখের মধ্যেই তাঁর বিশেষভাবে দর্শন লাভ ঘটে। ভাই ! তিনি সঙ্গে থাকলে বড় বড় দুঃখ-কষ্ট ভোগেও আনন্দ লাভ হয়। তাঁর কাছে স্বর্গসুখও ম্লান হয়ে যায়। আর ভগবান ব্যতীত মহান থেকে মহান সুখলাভও নারকীয় যন্ত্রণা প্রদানকারী হয়ে থাকে। ঈশ্বরের জন্য আমরা যে কোনো কষ্ট বা দুঃখই ভোগ করি না কেন, তার মধ্যে এক ধরনের সুখানুভূতি লাভ হয়।

এই নশ্বর শরীর ত্যাগ করে আমি আর কিছুদিনের মধ্যেই ঈশ্বরের ধামে প্রস্থান করব। অটুট শ্রদ্ধা হেতু জীবিতাবস্থাতেই এখন আমি এ রকম একটি অবস্থায় উপনীত হয়েছি যে কখনও কখনও আমার ভগবানের দর্শন হয়ে থাকে। তখন এই প্রশ্ন উঠতে পারে না যে ভগবানের দর্শন অপরোক্ষভাবে শুধুমাত্র আমার মানসিক কল্পনা ! ভাই ! এই সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা-ভালোবাসার ফলেই সম্ভব হয়েছে, যার ফলে আজ তিনি আমার জীবন-মরণের সাথী হয়ে উঠেছেন।

আপনি সবসময় ভগবানকে অত্যন্ত নিকটে অনুভব করুন। রুগ্নাবস্থায় এই অনুভূতি আপনার জীবনের অবলম্বন এবং সুখের কারণ হয়ে উঠবে। আমি ঈশ্বরের কাছে খোলা মনে প্রার্থনা করব যাতে সেই পরম দয়ালু আপনাকে নিজ শরণে আশ্রয় দান করেন। এটিই আমার একমাত্র সেবা। আপনার—

(১২)

বন্ধুবর ! ঈশ্বর আমাদের সন্নিকটে, এই অনুভবের কাছে কোনো রকম রোগ-শোক থাকতেই পারে না। ভগবান কত দয়ালু—ভাই ! তাঁর অহেতুক কৃপার প্রতি লক্ষ রাখুন। সত্যি সত্যিই তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করার জন্যই দুঃখের বিধান রচনা করেছেন। কেননা এর ফলে আমাদের মলিন অন্তঃকরণের শুদ্ধি ঘটে থাকে। আর যখনই আমাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধিকরণ ঘটে তখনই আমাদের মন তাঁর প্রতি ধাবিত হয়, তাঁকে আমরা আমাদের হৃদয়ের কাছে অনুভব করি। এই অনুভূতিতে কত সুখ, কত আনন্দ তা বলে শেষ করা যায় না। মনে উৎসাহ রাখুন, নিরাশ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। ভাই ! ঈশ্বর তো আপনার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর কাছে নিজের কষ্ট নিবেদন করুন, প্রার্থনা করুন। তিনি আপনাকে কষ্ট সহ্য করার শক্তি দান করবেন। কত সুন্দর কথা, যদি আপনি তাঁরই স্মৃতিতে সবসময় লীন হয়ে থাকেন, তাঁকে ক্ষণিকের জন্যও ভুলে না যান। আমি মানছি, আপনার শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবু বিছানায় শুয়ে শুয়েও তো আপনি তাঁর আরাধনা করতে পারেন। ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করুন, তাঁকে বলুন—'হে প্রভু ! আমি যেরকমই হই না কেন, আমি তো আপনারই, আমাকে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দান করুন।' ক্ষুধা এবং কষ্টে কাতর অবোধ শিশু যেভাবে একমাত্র মায়ের কাছেই ভালোবাসা তথা দীনতার সঙ্গে আহ্বান জানায়, তেমনই আপনিও প্রভুকে করুণ ক্রন্দনের দ্বারা আহ্বান করুন। যেভাবে মা সন্তানকে কাঁদতে দেখে আকুল হয়ে সন্তানের কাছে দৌড়ে আসে তেমনই, তার চেয়েও অনেক তৎপরতার সঙ্গে করুণাময় ভগবান আপনার কাছে চলে আসবেন আর যাতে আপনার যথার্থ মঙ্গল হয় সেই ব্যবস্থা করবেন।

ঈশ্বর আমাদের তাঁর দিকে বিভিন্ন ভাবে আকর্ষণ করে থাকেন। কখনও কখনও উনি আমাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে পড়েন, কারণ আমাদের ঈশ্বরে যে শ্রদ্ধা রয়েছে, তা যাতে বিকশিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। কারণ তাঁর বিরহ-সন্তাপে এবং ব্যথা বেড়ে যাবার পর একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। তা আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে জিইয়ে রাখে। কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তে তা আমাদের আলো দান করে নৈরাশ্য থেকে রক্ষা করে।

ঈশ্বর কীভাবে আমার শরীরের বিনাশ ঘটাবেন তা আমি বলতে পারি না, আর সেই বিষয়ে আমার কোনো কৌতূহলও নেই। আমি এখন সবরকম অবস্থাতেই প্রসন্ন থাকি। দেখুন, সমস্ত সংসারে ত্রিতাপ ছড়িয়ে রয়েছে। কায়িক, মানসিক এবং দৈবিক তাপ থেকে সবাই ত্রস্ত এবং পীড়িত হয়ে রয়েছে। এর হাত থেকে বাঁচার একটিই উত্তম উপায় রয়েছে আর তা হল ঈশ্বরের শরণাগতি। আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন, যখন থেকে আমি তাঁর ছত্রছায়ায় এসেছি সেদিন থেকে আমি কতটা প্রসন্ন রয়েছি। আমার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে এবং তারজন্য আমার নিজেকে শাসন করাও প্রয়োজন, তবে ভগবানের কৃপালাভ আমার মন থেকে সমস্ত চিন্তাভাবনাকে দূর করে দিয়েছে। ফলে আমি এখন সব সময়ই প্রসন্ন থাকি।

আমি যদি স্বতন্ত্র হতাম তাহলে আপনার কষ্টের অনেকটাই আমি নিজের উপর নিয়ে নিতাম, কিন্তু আমার দশা এখন এরকম হয়েছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যও বিচ্ছেদভাব আমার পক্ষে অসহ্যকর। যদি এটাকে আমার কমজোরী বলে মনে করা হয় তাহলে বলব এটা আমার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আমার মনে দৃঢ় ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের দিক থেকে নিজেরা মুখ ফিরিয়ে না নিই, তিনি কখনও আমাদের ত্যাগ করেন না। বন্ধুবর ! সুখের উৎসস্থল ভগবানের থেকে আমরা কখনও মুখ ফিরিয়ে নেব না, এই বিষয়ে আমাদের সবসময়ে সতর্ক থাকতে হবে। তাঁর সঙ্গে সবসময় সংলগ্ন হয়ে থাকব, তাঁরই ছত্রচ্ছায়ায় সর্বদা বসবাস করব, প্রাণবিসর্জন দেব। আমরা সবসময় একে অন্যের মঙ্গলকামনা করব। ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার—

....আপনি অনেকদিন থেকে রোগে কষ্ট পাচ্ছেন, আপনার প্রতি আমার হৃদয়ে গভীর সংবেদন রয়েছে, কিন্তু যখনই আমার মনে হয় যে, স্বয়ং ঈশ্বর আপনার জন্য এই রোগের বিধান রচনা করে আপনার প্রতি করুণার পরিচয় দিয়েছেন তখনই আমার সংবেদনা, শান্তি এবং কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি সুন্দর ভাবনায় পরিবর্তিত হয়। আপনিও যদি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, তাহলে রোগ আদি ক্লেশকে আপনি সুগমতাপূর্বক সহ্য করার শক্তিলাভ করবেন। রোগের ফলে আপনার এখন যা অবস্থা, তাতে আমি আপনাকে এই পরামর্শ দেব যে, আপনি সব রকমের চিকিৎসা একদম বন্ধ করে দিয়ে পুরোপুরি ঈশ্বরের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করুন। আপনার রোগ দূর করার আগে ভগবান স্বভাবতঃ এটাই দেখতে চান যে আপনি ঈশ্বরের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছেন কিনা বা তাঁর প্রতি আপনার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে কিনা। তাই আপনিই ভেবে দেখুন, এতদিন পর্যন্ত আপনি কত সাবধানে ওষুধ-পত্র খেয়ে আসছেন, কিন্তু তার পরিণতিতে কী হয়েছে ? রোগের নাশ হয়েছে তা নয়, বরং তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। নিজের কল্যাণের জন্য আপনার উচিত, আপনার নিজেকে তাঁর পাদপদ্মে অর্পণ করা আর যা কিছুই চাইবার আছে ভগবানের কাছেই কামনা করা।

এর আগের চিঠিতে আমি আপনাকে লিখেছিলাম যে ভগবান কখনও কখনও আমাদের মানসিক রোগের নিবৃত্তির জন্যই শারীরিক রোগ প্রদান করেন। অনুগ্রহ করে আপনি সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করুন এবং বর্তমান পরিস্থিতির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করুন। তাঁর কাছে রোগ ইত্যাদি ক্লেশ থেকে মুক্তি না চেয়ে তিনি যতদিন চাইবেন, সেই রোগকে দৃঢ়তার সঙ্গে সহ্য করার মতো মানসিক শক্তি প্রার্থনা করুন।

আমি স্বীকার করি, এই ধরনের প্রার্থনা কিছুটা মনুষ্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বর একে স্বাগত জানিয়ে থাকেন। ভগবৎপ্রেমীদের কাছে এটা অমৃত সমান। প্রেম, কষ্টকে মধুর করে তোলে। ভগবানের ভক্তরা তো ভগবানের জন্য সমস্ত প্রকারের কষ্টকে সাহস এবং প্রসন্নতাপূর্বক সহ্য করে থাকেন। আপনিও এই

ধরনের আদর্শে জীবনযাপন করুন, এটাই আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ। আমাদের শারীরিক তথা মানসিক সমস্ত রোগেরই একমাত্র চিকিৎসক ভগবান। আপনি তাতেই সুখলাভ করুন। তিনি দীন-দুঃখীর মাতা-পিতা, তাদের সহায়তা করার জন্য সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকেন। আমাদের প্রতি তাঁর কত অপার বাৎসল্যবোধ তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সেইজন্য তাঁকে ত্যাগ করে আপনি অন্য কোথাও সুখের আশা করবেন না, তাঁকেই আপনার প্রেমের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করুন। আমার বিশ্বাস, আপনি শীঘ্রই ঈশ্বরের কৃপালাভ করবেন। আমি আমার ক্ষুদ্র প্রার্থনা দ্বারা সবসময় আপনার সেবা করে যাব। ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার—

[১৪]

.... ঈশ্বর আপনার ভাবানানুসারে আপনার রোগকে কিছুটা উপশম করে দিয়েছেন, ভগবানের এই অনুকম্পার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার নিজেরই কয়েকবার মরণাপন্ন অবস্থা হয়েছে কিন্তু সেই অবস্থায় আমার এক অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভব হয়েছে। তাই ভগবানের কাছে রোগমুক্ত হওয়ার জন্য আমি কখনও কোনো সময়ই প্রার্থনা করিনি। আর যদি কখনও চেয়ে থাকি তো বলেছি, হে প্রভু ! আমাকে এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে দীনতা, ধীরতা এবং প্রসন্নতার সঙ্গে সহ্য করার মতো শক্তি দান করুন। সত্যি সত্যি সেই মুহূর্ত কতই না আনন্দদায়ক হয়, যখন আমরা প্রাণপ্রিয় ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপভোগ করে তারই প্রদত্ত ক্লেশ, দুঃখ-কষ্টকে মহাপ্রসাদরূপে উপভোগ করি। নিজের প্রিয়তমের ক্রোড়ে শুয়ে শুয়ে দুঃখ-ব্যাধি ভোগ করার মধ্যে যে কী অনুপম স্বর্গীয় সুখভোগ রয়েছে ! সেই মঙ্গলময়ী এবং আনন্দময়ী স্থিতিকে কে বর্ণনা করতে পারে ? তাই আমি আপনাকে বলছি, যত গভীর দুঃখ-কষ্টই হোক না কেন, আমাদের উচিত সেই দুঃখ-কষ্টকে ভালোবাসার সঙ্গে অভিনন্দন জানানো। যদি কেউ এই পঞ্চভৌতিক শরীর দ্বারাই সেই অনির্বচনীয় সুখকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করে তবে তার উচিত ভগবানকে নিকটে উপলব্ধি করে তাঁর সঙ্গে বিনম্র, নিঃসঙ্কোচ এবং প্রেমপূর্বক বার্তালাপ করার অভ্যাস করা। নিজের হৃদয়কে দেবালয় ভেবে নিয়ে তাতে স্থিত আনন্দময় ভগবানের

অহোরাত্র উপাসনা করা উচিত এবং সদাসতর্ক থাকা উচিত যাতে মন কখনও তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য কিছুতে নিয়োজিত না হয়। আমাদের সবাইকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা কখনও এরকম কাজ না করে বসি, এরকম কিছু শব্দ না বলি অথবা ভুলবশতঃ এরকম কিছু চিন্তা না করি যাতে জগৎস্রষ্টা আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হন। মিত্রবর ! যখন আমাদের মন নিরন্তর ঈশ্বরের চিন্তায় সংলগ্ন হয়ে থাকবে তখন ক্লেশ আদি আমাদের চিন্তার বিষয় না হয়ে আমাদের সুখ শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি জানি, এই মানসিক স্তরে পৌঁছানোর জন্য প্রথমদিকে আমাদের কষ্ট হবে, কিন্তু ঈশ্বরের মহৎ কৃপায় আমরা সেই কষ্ট থেকে সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারব। পৃথিবীতে কী এমন কাজ আছে যা আমরা তাঁর কৃপার দ্বারা করতে পারব না। আর জগতে এমন কে ব্যক্তি আছে যে ভগবৎকৃপা প্রাপ্তির অধিকারী নয় ? বলার তাৎপর্য এই যে, ভগবান এবং তাঁর অপ্রতিম কৃপা প্রাপ্ত করার সবারই সমান অধিকার রয়েছে। কোনও পরিস্থিতিই তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। সরল এবং নিষ্কণ্টক ভাবপূর্বক যে কেউ ঈশ্বরের কাছে এটি কামনা করে, তিনি কখনও তাকে বঞ্চিত করেন না। ঈশ্বরের দরজায় নাড়া দিন, ক্রমাগত নাড়া দিতে থাকুন—আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, উপযুক্ত সময়ে তিনি আপনার জন্য দরজা খুলে দেবেন এবং যে যে জিনিসের জন্য আপনার মনে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তক্ষুণি তা পূরণ করে দেবেন। ভগবানের কাছে আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করছি, আপনিও আমার জন্য প্রার্থনা করুন। আমার মনে হয় তিনি এবার খুব শীঘ্রই আমাকে তাঁর ক্রোড়ে টেনে নেবেন।

[১৫]

ভাই ! ভগবানের প্রতিটি বিধানেই আমাদের জন্য মঙ্গলময়। আমাদের কবে, কখন এবং কী ধরনের জিনিস চাই, তা সেই অন্তর্যামী ভগবান খুব ভালোভাবেই জানেন। পরমপিতা আমাদের কতটা স্নেহ করেন, এই কথাটা আমরা যদি বুঝতে পারি, তাহলে সুখ এবং দুঃখ দুটোই আমাদের কাছে সমান বলে মনে হবে ; কারণ উভয়ই পরম মঙ্গলময় ভগবানের দ্বারা আমাদের কল্যাণের জন্য এবং তাঁরই দ্বারা রচিত। আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী প্রভুর

মঙ্গলময় বিধানে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রসন্ন থাকা উচিত। ভয়ানক থেকে ভয়ানক রোগ আমাদের তখনই শোকাতুর এবং অস্থির করে তোলে যখন আমরা তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ করে বিভ্রান্ত হই, কিন্তু শুদ্ধ এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ের দ্বারা আমরা যখন সেই পরিস্থিতিকে ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত রূপে অনুভব করি, তখন সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক ব্যথার লোপ হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে এক অলৌকিক মূক আশ্বাস পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হই।

আমাদের সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্যটাই ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত। ভগবানের সাধনায় আমরা যতই আত্মনিবেদন করব, ততই তাঁকে জানার জন্য আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। নিজের প্রেমাস্পদকে আমরা যতই জানব ততই তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম উৎপন্ন হবে। ভগবানের মহিমার আমরা যতই জ্ঞান লাভ করব ততই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। সর্বশক্তিব্যাপক ঈশ্বরের অসীম মহিমা যে অনুভব করবে, সে-ই সংসারের সকল ব্যাধি এবং বিষমতাকে সহজেই অতিক্রম করতে সক্ষম হবে, সুখ এবং দুঃখ—দুটিতেই সে নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারবে। কারণ ভগবান এবং তাঁর কৃপা ছাড়া সেই ব্যক্তির অনুভবের মধ্যে আর কিছু প্রবেশ করারই সুযোগ পায় না এবং এখানেই হল তাঁর প্রেমের মহিমা।

প্রভু আমাদের যোগ এবং ক্ষেম বহন করেন। আমাদের কতরকম সাংসারিক কামনাকে তিনি পূর্ণতা দান করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। লৌকিক দৃষ্টিতে হয়তো এই কামনার অনেক উঁচু স্থান রয়েছে, তবে এর পরিতৃপ্তিতেই কখনও আমাদের তৃপ্তির মনোভাব হওয়া উচিত নয়, বরং এই ধরনের কামনা আমাদের বিশুদ্ধ প্রেমকে দূষিত করে তোলে। ভগবানের ভক্ত যোগ-ক্ষেমের চিন্তা করেন না, তার কাছে সুখ-দুঃখে কোনোরকম ভেদভাব নেই। তিনি তো মন, চিত্ত এবং বুদ্ধি তাঁর পায়ে সমর্পণ করে একমাত্র তারই মনোহর শোভা প্রত্যক্ষ করে থাকেন এবং তাঁর মহিমার গুণগান করেন। ভাই! আমাদের অটুট বিশুদ্ধ শ্রদ্ধাই ঈশ্বর-লাভ করাতে পারে। ঈশ্বরের কাছে সাংসারিক সমৃদ্ধি কামনা করলে যে বিষয়-আশয় লাভ করা যায়, তা আমাদের তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং আমাদের জীবন অনর্থক

ব্যস্ততায় ভরে ওঠে। তাই আমি বলি যে, আমাদের একমাত্র বিশুদ্ধ নিষ্কাম ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সম্বল করেই ঈশ্বরের প্রতি অগ্রসর হওয়া উচিত। তাঁকে বাইরের জগতে খুঁজে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই, তিনি তো সর্বদাই আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই বিরাজ করছেন। বাহ্যজগতের ক্ষণভঙ্গুর ও বিনাশশীল জিনিসের প্রতি কামনা-বাসনা বৃদ্ধি করলে তো তিনি আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হন এবং আমরা আমাদের এই মূঢ়তার জন্য নিজেরা তাঁর প্রতি অপরাধী প্রমাণিত হই। বিষয়-আশয় থেকে মনকে সরিয়ে সেটি অন্তর্মুখী করে তোলার পরেই আমরা ভগবৎপ্রেমের উপলব্ধি করতে পারব।

নিজেদের মনকে সমস্ত বিষয়-কামনা থেকে মুক্ত করে নিয়ে আমাদের একমাত্র ভগবৎপরায়ণ হয়ে উঠা উচিত। মনের ভেতর যে ধরনের বিষয় কামনাই থাকুক না কেন, আমরা তা তাঁর পায়ে নিবেদন করব এবং একমাত্র তাঁকেই পাবার জন্য তাঁর কাছেই অনুনয়-বিনয় করব। নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করলে ভগবানের কৃপায় আমরা সেই মঙ্গলময় স্থিতি লাভ করব যা আমাদের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত। ভগবান দয়ায় দ্রবীভূত হয়ে আপনাকে আশ্বাস দান করেছেন, এর জন্য আমি কোন ভাষায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাব ! আশা করি, ঈশ্বর আমাকে অনুকম্পার সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই নিজের কাছে ডেকে নেবেন। আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতি সর্বদা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকব।[১] ঈশ্বরের যোগসূত্রে আপনার—

ওঁ শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!

———o———

[১]এই পত্রটি লেখার দু'দিন পরেই মহামানব লরেন্স অসুস্থ হন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর দেহত্যাগ হয়।